NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ নেতাজীর জীবন দর্শন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতেই হবে: অনিল রায়

কর্তব্যরত অবস্থায় রিলস বানানোয় 'না' নগরপালের, শাস্তির হুমকি ৩

কলকাতা ২৫ মে ২০২৫ ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৪২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.5.2025, Vol.18, Issue No. 342 8 Pages, Price 3.00

নীতি আয়োগের বৈঠকে একতার সুর

'টিম ইন্ডিয়া'র মতো কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী

বৈঠকে গরহাজির মমতা, বিজয়ন, সিদ্দারামাইয়া

নয়াদিল্লি, ২৪ মে: অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে গর্বের সঙ্গে দেশের একতার কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার নীতি আয়োগের বৈঠকে তিনি বললেন, টিম ইন্ডিয়ার মতোই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একসঙ্গে কাজ করলে কোনও লক্ষ্যই অসম্ভব নয়। কেন্দ্র এবং রাজ্যকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। 'টিম ইন্ডিয়া'র মতো একসঙ্গে কাজ করলে কোনও লক্ষ্যই পূরণ করা অসম্ভব নয়! শনিবার নীতি আয়োগের পরিচালন পরিষদের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীদের এই বার্তাই দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জোর দেন, '২০৪৭-এ বিকশিত ভারতের জন্য বিকশিত রাজ্য' গড়ে তোলার উপর! শুধু তা-ই নয়, রাজ্যগুলির পর্যটন নিয়েও নিজের মত প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী।

শনিবার ছিল নীতি আয়োগের দশম পরিচালন পরিষদের বৈঠক। এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বৈঠকে উন্নয়নের গতি বাড়ানোর উপর জোর দেন তিনি। এক্স হ্যান্ডলে নীতি আয়োগের পোস্টে জানা গিয়েছে বৈঠকে মোদী

বলেন, 'আমাদের উন্নয়নের গতি বাড়াতে হবে। যদি কেন্দ্র এবং সমস্ত রাজ্য একজোট হয় এবং টিম ইন্ডিয়ার মতো একসঙ্গে কাজ করে, তাহলে কোনও লক্ষ্য পূরণই অসম্ভব নয়।' নীতি আয়োগের পরিচালন পরিষদের বৈঠকের থিম ছিল 'বিকশিত রাজ্য বিকশিত ভারত ২০৪৭।' মোদী বলেন, 'বিকশিত ভারত প্রতিটি ভারতীয়র লক্ষ্য। যখন প্রতিটি রাজ্য বিকশিত হবে, তখন ভারতও বিকশিত হবে। এটাই ১৪০ কোটি নাগরিকের আকাঙ্ক্ষা।' এদিন নীতি আয়োগের শীর্ষ বৈঠকে অধিকাংশ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের লেফটেন্যান্ট গভর্নর এবং বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে নেতৃত্ব দেন নীতি আয়োগের চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যদিও সূত্রের খবর, এই বৈঠকে ছিলেন না বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন এবং কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া।

পহেলগাঁও কাণ্ড, তার প্রত্যাঘাত হিসাবে ভারতের 'অপারেশন সিঁদুর' এবং তার পরে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের টানাপড়েনের আবহে এই প্রথম সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসলেন প্রধানমন্ত্রী। তবে শনিবারের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না অবিজেপি শাসিত তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁরা হলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কর্নাটকের সিদ্দারামাইয়া এবং কেরলের পিনারাই বিজয়ন। গত জুলাইয়ে নীতি আয়োগের পরিচালন পরিষদের বৈঠকে যোগ দিয়েও মাঝপথে বেরিয়ে এসেছিলেন মমতা। তিনি অভিযোগ করেছিলেন, তাঁর বলার সময় মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। নীতি আয়োগের বৈঠকে তাঁকে বলতে বাধা দেওয়া হয়েছে। তখনই তিনি ঘোষণা করেন, নীতি আয়োগের আর কোনও বৈঠকে যোগ দেবেন না। তবে সিদ্দারামাইয়া এবং বিজয়ন কেন বৈঠকে যাননি, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

বৈঠকের যে ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে, তাতে অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের দেখা গেলেও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে দেখা যায়নি। বৈঠকে তাঁর যোগ দেওয়া, না-দেওয়া নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। তবে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হচ্ছে, তিনি শনিবার দুপুরেই দিল্লি পৌঁছেছেন। রবিবার এনডিএ-র একটি বৈঠকেও যোগ দেবেন। তবে নীতি আয়োগের বৈঠকে ছিলেন কি না, তা এখনও জানা যায়নি।

কেন্দ্র সরকারের উন্নয়নমূলক রোডম্যাপে অনুপস্থিত মমতা

নীতি আয়োগকে অস্বীকারে ক্ষতি পশ্চিমবঙ্গেরই

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের কেন্দ্রীয় নীতি নির্ধারণের প্রধান প্ল্যাটফর্ম নীতি আয়োগের বৈঠক এড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এটি শুধু রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া নয়, বরং ভারতীয় সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার নামান্তর। শনিবার দিল্লিতে নীতি আয়োগের বৈঠকে উপস্থিত হবেন না, বলেই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

উল্লেখ্য, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতি রাজ্যের উন্নয়নের প্রশ্নে সদর্থক সংকেত দেয় না, এমনটাই অভিমত অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের। রাজনৈতিক শিষ্টাচারের নিরিখে এই বৈঠকে যোগদানের অর্থ শুধু প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ নয়, বরং রাজ্যের দাবিদাওয়ার সরাসরি উপস্থাপনার সর্বোচ্চ মঞ্চ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সুযোগ বারবার এড়িয়ে চলেছেন। ২০২৪ সালের বৈঠকে মাঝপথে বেরিয়ে যাওয়া, আর এবার সম্পূর্ণভাবে বয়কট। তাঁর বক্তব্য, 'মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল'। তবে কেন্দ্রের তরফে এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও নীতি আয়োগ যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের সংবিধানে ২৬৩ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় গঠনের জন্য একটি পরামর্শমূলক সংস্থা গঠনের প্রস্তাব ছিল।

যদিও নীতি আয়োগ সরাসরি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত নয়, তবুও এটি কার্যত একটি এক্সিকিউটিভ বডি, যার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে দেশের পরিকল্পনামূলক অগ্রগতি স্থির করে। মুখ্যমন্ত্রীরা সেখানে তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যের

দাবিদাওয়া, সমস্যাবলী এবং পরামর্শ উত্থাপন করেন। এই কারণে এটি উপেক্ষা করা মানে সংবিধানের যৌথতার মডেলকে অস্বীকার করা।

রাজ্যের আর্থিক দুরবস্থা, পরিকাঠামোর দুর্বলতা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের অভাব, এসব নিয়ে নীতি আয়োগে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মুখ খুললেই কেন্দ্রের নজরে আসত। কিন্তু বারবার এই সভা এড়িয়ে চলা রাজ্যের জন্য এক প্রকার আত্মঘাতী।

যদিও তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার ২০২৪ সালের প্রসঙ্গ তুলে মমতার পক্ষে দাঁড়িয়ে বলেন, 'যেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মেনে নীতি আয়োগে সকলের বক্তব্য শোনা উচিত, সেখানে মাইক বন্ধ করে দেওয়া এক বিশাল অপমান। বাংলার বঞ্চনার কথা মুখ্যমন্ত্রী তুলে ধরেছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তা গায়ে তুলে নিচ্ছে না।'

শাসক দলের বক্তব্যকে কার্যত উড়িয়ে রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন, তাঁর বক্তব্যের মাঝে মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সেই অভিযোগ খণ্ডন করেছে। পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যেই অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে রয়েছে। লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের ঘরছাড়া হওয়ার মতো বাস্তবতা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর নীতি আয়োগের বৈঠক বয়কট করা মানে রাজ্যের মানুষকে বঞ্চিত করা। বিরোধিতার রাজনীতি করে তিনি রাজ্যের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছেন।'

এভাবে নীতি আয়োগের মতো জাতীয় পর্যায়ের সম্মেলনে অংশ না নিয়ে রাজ্যের স্বার্থকে স্থবির করে দেওয়ার দায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরই এসে পড়ে। বিজেপি নেতারা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর এমন আচরণ রাজ্যের উন্নয়নের পথেই অন্তরায়।'

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ' মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে এসে যে সকল প্রকল্প চালু হওয়ার কথা বলেছেন, তার সব বিধানসভা ভোটের জন্যই, তার আগে কিছু হবে না। আর পঞ্চদশ যোজনা কমিশনের টাকার উপরেই সব প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ করবে রাজ্য'।

ইংল্যান্ড সফর থেকেই টেস্ট অধিনায়ক শুভমান

নয়াদিল্লি, ২৪ মে: আগামী মাসেই ইংল্যান্ডে পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলতে নামবে ভারত। শনিবার মুম্বইয়ে দল বেছে নিলেন নির্বাচকরা। এই বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর ও নির্বাচক শিবসুন্দর দাস। প্রত্যাশা মতোই অধিনায়ক করা হয়েছে শুভমান গিলকে। সহ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ।

বিস্তারিত খেলার পাতায়

শিক্ষামন্ত্রীকে সোমবারের ডেডলাইন চাকরিহারাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ই-মেল করেছেন। চিঠিও লিখেছেন। তা সত্ত্বেও মেলেনি সাক্ষাৎ। আগামী সোমবারের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে সাক্ষাতের দাবি। না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের।

শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানান তাঁরা। এদিকে শনিবার চাকরিহারাদের ধর্না পা রাখলো ১৮ দিনে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চাকরিহারা শিক্ষকরা জানান, তাঁদের ইস্যু এবার সংসদে তোলার ব্যাপারে সমস্ত সাংসদদের সমস্যার কথা জানিয়ে চিঠি দেবেন। একইসঙ্গে তাঁরা এও জানান, আগামী সোমবার দিনের মধ্যে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। অর্থাৎ, স্পষ্ট এক সময়সীমা বেঁধে দিলেন তাঁরা। এবার নিজেদের সমস্যা নিয়ে সব সাংসদকে চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। কারণ, ইমেল করা থেকে শুরু করে চিঠি লিখেও মেলেনি শিক্ষামন্ত্রীর সাক্ষাৎ। আগামী সোমবার দিনের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার দাবি তোলেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। সেটা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন চাকরিহারারা। সোমবারের মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে কথা বলতে হবে। হাইকোর্টের নির্দেশের পর শনিবার চাকরিহারারা জানান, আইনকে সম্মান জানিয়ে বিকাশ ভবনের সামনে থেকে উঠছে ধরনা। তাঁদের কথায়, 'শুধু অবস্থানের জায়গা বদল হচ্ছে। আন্দোলন চলবে।' আইনকে সম্মান জানিয়ে এই সিদ্ধান্ত বলেই জানান তাঁরা। চাকরিহারারা আরও জানান, সব সাংসদকে চিঠি দিয়ে তাঁদের সমস্যার কথা জানাবেন। গত ১৫ মে বিকাশ ভবনের সামনে তাণ্ডবের ঘটনা প্রসঙ্গে চাকরিহারাদের দাবি, 'ওইদিন ইচ্ছাকৃতভাবে বিকাশ ভবনের গেট ভাঙেননি চাকরিহারাদের কেউ। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে এই ঘটনা ঘটেছে। ক্ষণিকের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।'

আজ ভাটপাড়ায় তেরঙ্গা যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'অপারেশন সিঁদুর' দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। এই অভিযানের জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রশংসিত হয়েছে ভারত। দেশের সেনাদের পরাক্রমকে সম্মান জানিয়ে দেশ জুড়ে তেরঙ্গা যাত্রার ডাক দিয়েছে বিজেপি। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের জন্য দেশের সেনাদের বীরত্বকে সম্মান জানিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিশাল তেরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। রবিবার বিকেলে উক্ত তেরঙ্গা যাত্রা জগদ্দলের অকল্যান্ড জুটমিল মাঠ থেকে শুরু হয়ে ঘোষপাড়া রোড ধরে ভাটপাড়া মোড়ে গিয়ে শেষ হবে। শিল্পাঞ্চলের জাতীয়তাবাদী নাগরিকদের সেই তেরঙ্গা যাত্রায় অংশ নেওয়ার আহ্বান করেছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং।

বাড়ি ফিরে মোদী-শাহকে কৃতজ্ঞতা জানালেন পূর্ণম

দেশবাসীর পাশাপাশি ধন্যবাদ জানালেন শুভেন্দুকেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিন দশেক পেরিয়ে যাওয়ার পর দেশে ফিরে আসার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন পাকিস্তানের হাতে বন্দি হওয়া বিএসএফ জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউ। বন্দি হওয়ার একমাস পর বাড়ি ফিরে একথা জানালেন হুগলির রিষড়ার বীর সন্তান। এই কঠিন সময়ে তাঁর পরিবারের পাশে থাকার জন্য দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, নিজের পরিবারের কাছে ফিরে তাঁর পুনর্জন্ম হয়েছে বলে বিশ্বাস করছেন পূর্ণম।পূর্ণম ফিরে আসার পর শনিবার সকালে বিজেপির প্রতিনিধি দল গিয়েছিল জওয়ানের বাড়ি। তাঁকে শুভেচ্ছা জানান তাঁরা। ভিডিয়ো কলে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কথা হয়েছে পূর্ণমের।শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চাই।' পাশাপাশি পূর্ণম ধন্যবাদ জানান শুভেন্দুকে, বিশেষ করে তার অনুপস্থিতির সময়ে পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। পূর্ণম বলেন, 'আপনাদের জন্যই আমি এখন আমার দেশে, আমার বাড়িতে বসে আছি। আপনারা আমার

বাবা-স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন, আমার পরিবারের সঙ্গে সংযোগ রেখেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ।' পূর্ণম সাউও বলেন, 'আমি দেশে ফিরে এসেছি এবং এখানে বসে আছি।' তাঁর কথায় ফুটে ওঠে দেশের প্রতি এক প্রকৃত জওয়ানের ভালোবাসা।শুভেন্দু মোদীর নেতৃত্বের প্রতি প্রবল আস্থা প্রকাশ করেন। পূর্ণমও বলেন, 'যতদিন মোদীজি, রাজনাথজি, অমিত শাহজি রয়েছেন, কেউ আমাদের দেশের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না।' তিনি জানান, 'আমি দীর্ঘ ২২ দিন যে পরিস্থিতিতে ছিলাম, তাতে মানসিক চাপ ছিল। তাই আমাকে পরিবারের কাছে পাঠানো হয়েছে। কখন আবার ফেরত গিয়ে দায়িত্ব শুরু করতে হবে, সে বিষয়ে এখনও জানা নেই।'প্রথম থেকেই জওয়ানের পরিবারের পাশে ছিলেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তিনিই প্রথম তাঁর ফোনে পূর্ণমের পরিবারের সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা করেন। পরে অর্জুন সিংয়ের সঙ্গেই শুভেন্দু অধিকারী এই ভিডিয়ো সংলাপের আয়োজন করেন। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণভাবে, ভিডিও কলে পূর্ণম সাউ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের প্রতি 'অশেষ কৃতজ্ঞতা' জানান। বিজেপি বিধায়কেরা এদিন পূর্ণমকে পদ্মফুলের মালা পরিয়ে সম্মান জানান, যা শুভেন্দু অধিকারী আগেই ঘোষণা করেছিলেন।দীর্ঘ একমাস পাক রেঞ্জার্সের হাতে বন্দি ছিলেন পূর্ণম। সেই সময় তাঁর মনে কী মনে চলছিল? জিজ্ঞাসা করতেই জওয়ান বলেন, 'প্রথমে যখন আটক করা হয়, ভেবেছিলাম দিন তিন-চারেকের মধ্যে ছাড়া পেয়ে যাব। কিন্তু তা না হওয়ায়, দশদিন পেরিয়ে যাওয়ার পর ভেবেছিলাম আর দেশে ফেরা হবে না। ওখানেই যা হওয়ার হবে।' পাকিস্তানে থাকার সময়ই পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলার বদলা নিতে অপারেশন সিঁদুর চালায় ভারত। সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে পূর্ণম বলেন, 'আমি ওখানে থাকার সময় কিছু জানতে পারেনি। দেশে ফিরে খবর দেখে জানতে পারি অপারেশন চলেছে।' পাক রেঞ্জার্স তাঁর উপর কোনও অত্যাচার চালিয়েছে? সেই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি পূর্ণম।

মগরাহাটে করোনা আক্রান্ত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ফের করোনা সংক্রমণের উদ্বেগ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট এলাকায় এক যুবতী ও এক কিশোরের শরীরে কোভিড সংক্রমণের হদিশ মিলেছে। বছর কুড়ির ওই মহিলা ও কিশোর। দু'জনেরই প্রথমে শ্বাসকষ্টের সমস্যা দেখা দেয়। এরপর তাঁরা চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন ডায়মন্ডহারবার হাসপাতালে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, শ্বাসকষ্ট সংক্রান্ত একটি সমীক্ষার অংশ হিসাবেই তাঁদের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়। সেই পরীক্ষাতেই রিপোর্ট আসে করোনা পজিটিভ। বিষয়টি জানানো হয়েছে ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার আধিকারিকদের। বর্তমানে দুই আক্রান্তের শারীরিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। মগরাহাট এলাকায় ইতিমধ্যেই নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। রাজ্যে সাম্প্রতিক সময়ে করোনা সংক্রমণের হার অনেকটাই কম থাকলেও এই ঘটনা ঘিরে নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরে। স্থানীয় বাসিন্দাদেরও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) শ্রীমত্যা হিরন্ময়ী পাল, ২) শ্রী প্রনব কুমার পাল, ৩) শ্রী সনৎ কুমার পাল, ৪) শ্রী অমল কুমার পাল, ৫) শ্রীমতী স্বপ্না নন্দী, ৬) শ্রী তপন পাল, ৭) শ্রীমত্যা সান্ত্বনা নন্দী, ৮) শ্রীমত্যা ঝর্ণা পাল, ৯) শ্রী অরিন্দম পাল, ১০) আল্পনা পাল, ১১) শ্রীমতী কল্পনা ব্যানার্জ্জী, ১২) শ্রীমতী অঞ্জনা দাস, ১৩) শ্রী শিবশঙ্কর পাল, ১৪) শ্রী হাবুল পাল, ১৫) শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র পাল, ১৬) শ্রী বিষ্টুপদ পাল, ১৭) শ্রী মহাদেব পাল, ১৮) শ্রী মানিক পাল, ১৯) শ্রীমত্যা লীলাবতী নন্দী, ২০) শ্রীমতী রীতা নন্দী ওরফে রীতা রানী নন্দী, ২১) শ্রীমতী মিতা নন্দী ওরফে মিতা রানী পাল, ২২) শ্রী অরুন পাল, ২৩) শ্রী রাজকুমার পাল, ২৪) শ্রীমত্যা মানসী দে, ২৫) শ্রীমত্যা কমলা পাল, ২৬) শ্রীমতী অমৃতা পাল, ২৭) শ্রী সুনীল কুমার নন্দী, ২৮) শ্রীমতী রূপা দে চৌধুরী,২৯) শ্রীমত্যা ঝুমা শেঠ, ৩০) শ্রী গৌতম পাল, ৩১) শ্রী দেবাশিষ পাল, ৩২) শ্রীমতী মৃদুলা পাল বিগত ইং ০৪/০৯/২০২১ তারিখে সম্পাদিত ও ২২/০৯/২০২১ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত হুগলী ডি.এস.আর-II, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-5728/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী গোপাল সরকার** পিতা মৃত নরেশ চন্দ্র সরকার সাকিম খামারপাড়া বকুলতলা নিউ কলোনী, বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, হুগলী-712502) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি **শ্রী গোপাল সরকার** এ.ডি.এস.আর, সদর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-5802/2022 নং দলিল মূলে **শ্রী বিকাশ কুমার সিং** পিতা পরেশ নাথ সিং, সাকিম ডানলপ স্টেট ওল্ড ফ্যামেলি কোয়ার্টার নং এফ/ও-৭, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-712104 মহাশয়কে (4729) দাগে ০১ কাঠা ১৩ ছটাক ১৬ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কেওটা, জে. এল. নং - 7, হাল এল. আর 167, 218, 238, 434, 566, 646, 701, 721, 1027, 1087, 1163, 1439, 1732, 1957, 1972, 2009, 2012, 2032, 2104, 2170, 2264, 2462, 2617, 3178, নং খতিয়ানে, হাল 4729 নং দাগে বাগান জমি ১০ কাঠা ৮ ছটাক ৯ বর্গফুট আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে ১ কাঠা ১৩ ছটাক ১৬ বর্গফুট বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত **শ্রী বিকাশ কুমার সিং** পিতা পরেশ নাথ সিং, মহাশয় তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-**শ্রী গোপাল সরকার** (আমমোক্তার)

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৫শে মে, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, রবি বার। শুক্ল পক্ষের ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র ও বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রয়াণ দিবস।
বিপ্লবী রাসবিহারী বসু র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।
গুরু সদয় দত্তের প্রয়াণ দিবস। সাবিত্রী চতুর্দশী পূজা। ধর্ম রাজ পুজো।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দারা সর্ব্ব সাধারনকে অবগত করানো যাইতেছে যে, ১) লক্ষীকান্ত পাল, ২) ফণিভূষণ পাল, ৩) নিধুভূষণ পাল, ৪) বিধুভূষণ পাল, ৫) মধুসূদন পাল, সর্ব্ব সাং- জামদা, পোঃ ও থানা ঝাড়গ্রাম, জেলা- ঝাড়গ্রাম, ৬) বীনাপানী পাল, স্বামী সুষেন পাল, সাং- বামুনমারা, পোঃ- রাজাবাসা, থানা- ঝাড়গ্রাম, জেলা- ঝাড়গ্রাম, তাহাদের দখলীয় জেলা - ঝাড়গ্রাম, থানা ও পৌরসভা - ঝাড়গ্রাম, মৌজা- জামদা, জে. এল. নং - ৩৭০, হাল খতিয়ান নং - ১২২৭, ১২২৮, ১২২৯, ১২৩০, ১২৩১, ১২৩৩, হাল দাগ নং - ৮৯/৬৮২, ৮৯/৬৮৩ ও ৯০ মধ্যে মোট ৩৬.৩৫ ডেসিমেল ভূমি বিক্রয় করিবার জন্য গত ইং ২৮/০১/২০২৫ তারিখে ঝাড়গ্রাম ডি. এস. আর. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৩৯২/২৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে শ্রী শান্তনু গরাই, পিতা ত্রিপুরা গরাই, সাং- ঝরিয়া, পোঃ ও থানা - ঝাড়গ্রাম, জেলা ঝাড়গ্রাম-এর বরাবর আমমোক্তার প্রদান করিয়াছে। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বা উক্ত ভূ-সম্পত্তি লইয়া কাহারও কোনরূপ আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আমার সেরেস্তায়/ অফিসে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক উক্ত ভূমি বিষয়ক কার্য্যাদি করা হইবে । তৎপর, কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

(উত্তম বেজ)
উকিলবাবু, ঝাড়গ্রাম জেলা আদালত

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

হুগলী জেলা জজ আদালত, হুগলী, চুঁচুড়া
২০২৪ সালের মিস কেস ৪৩ নং মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারী:- সুদিপ্ত চ্যাটার্জ্জী পিতা- শম্ভু দাস চ্যাটার্জ্জী, সাং- ১৩২/৬, ডঃ এস.এন.এম স্ট্রিট, পোঃ ও থানা- উত্তরপাড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২২৫৮।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, অত্র মোকর্দ্দমায় উক্ত দরখাস্তকারী **সুদিপ্ত চ্যাটার্জ্জী**, তাহার নাবালিকা কন্যা **সিমন্তিনী চ্যাটার্জ্জীর** তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি তথা ফ্ল্যাট নং- ০৬, ৬২১ বর্গফুট ফার্স্ট ফ্লোর, কমলা এ্যাপার্টমেন্ট, সাং- ১৩২/০৬ ডঃ এস.এন মুখার্জ্জী স্ট্রিট, পোঃ ও থানা- উত্তরপাড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২২৫৮ বিক্রয় করিবার জন্য অভিভাবক অ্যাপায়েনমেন্ট- এর আবেদন করিয়া ২০২৪ সালের মিস কেস ৪৩ নং মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন যাহা আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে। এমতাবস্থায় নোটিশ প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত **সিমন্তিনী চ্যাটার্জ্জীর** সম্পত্তির কোনো ওয়ারিশান বা দাবিদার থাকিলে তিনি নিজ অথবা উকিল বাবু মারফৎ হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা একতরফা শুনানী মতে মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
প্রিয়াঙ্কা দে (উকিলবাবু)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
হুগলী জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

মোকাম নবদ্বীপের সিভিল জজ (জু: ডি:)
আদালত ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট
উইল প্রোবেট কেস নং- ১১/২০২৪

দরখাস্তকারী :- তপন সাহা, পিতা- মৃত প্রমোদ সাহা, সাং- চরমাজদিয়া, পোষ্ট- চরব্রহ্মনগর থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী নিম্নলিখিত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া **নীলা বিশ্বাস ওরফে লীলা বিশ্বাস**, পিতা মৃত ভুবন বিশ্বাস, সাং- চরমাজদিয়া পোষ্ট- চরব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া কর্তৃক সম্পাদিত উইলের প্রোবেট লইবার জন্য উক্ত মোকর্দ্দমা করিয়াছেন। কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক আদেশ হইবে।

অ্যানেক্সচার- এ

জেলা-নদীয়া, নবদ্বীপ থানার অধীন চরমাজদিয়া, পোষ্ট- চরব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা -নদীয়া, সম্পত্তি যাহা ০১৯ নং চরমাজদিয়া মৌজা মধ্যে খতিয়ান নং আর.এস-২, এল.আর- ৫৩১/১, আর.এস ও এল.আর দাগ নং- ২/১৫৬, শ্রেণী- বাড়ী, পরিমাণ- ৩.২৫ শতক রেকর্ডদৃষ্টে ৩ শতক।

অ্যানেক্সচার - বি

দাহ কার্য ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান খরচ -৮০,০০০/- টাকা
প্রোবেটের খরচ - ৭০,০০০/- টাকা
মোট - ১,৫০,০০০/- টাকা

আদেশানুসারে
পার্থ অধিকারী (সেরেস্তাদার)
সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) আদালত, নবদ্বীপ, নদীয়া, ২৩.৫.২৫

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমমোক্তার গ্রহিতা শ্রী মুকেশ চন্দ্র, পিতা বিরেন কুমার চন্দ্র সাং+পোঃ+থানা ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া কে আমমোক্তার দাতা ও দাত্রীগন ১) শ্রী হেমন্ত কুমার দাস, ২) শ্রী অনঙ্গ কুমার দাস, ৩) শ্রীমত্যা বীনা দাস, পিতা ৺শরৎ চন্দ্র দাস, ৪) শ্রী বসন্ত কুমার দাস, ৫) শ্রী অজিত কুমার দাস ৬) শ্রী দিব্যেন্দু দাস, পিতা ৺প্রফুল্ল কুমার দাস, ৭) শ্রীমতি মাধুরী দাস স্বামী শ্রী ললিত কিশোর দাস এবং ৮) শ্রীমতি প্রনতী দাস, স্বামী প্রদীপ দাস (১, ২, ৪, ৫ ও ৬ নং দাতা-দাত্রীর সাং ভাটবাঁধ, ওয়ার্ড নং ৪, পুরুলিয়া। ৩নং দাত্রীর সাং বিদ্যাসাগর উপনিবেশ পাটুলী, (কোলকাতা)। ৭নং দাত্রীর সাং+পোঃ+থানা-ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া, এবং ৮নং দাত্রীর সাং জয়পুর, পোঃ গড়জয়পুর, থানা জয়পুর, জেলা পুরুলিয়া। তাঁদের ওয়ারীশ সূত্রে প্রাপ্য জমি ঝালদা দঁড়দা গ্রামপঞ্চায়েত এর অন্তর্গত ঝালদা মৌজার (J.L No. 131), LR খাতা নং ৩৪৬৫, হাল দাগ নং ৪০৪ কানালী মাপ ৮.৩৩ ডেঃ জমি বিক্রি করার জন্য Jhalda A.D.S.R. অফিসের ২০২২ সালের ২৪৫৩ নং রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা দলিল করিয়া দিয়েছেন। বর্তমানে আমমোক্তার গ্রহিতা শ্রী মুকেশ চন্দ্র, পিতা বিরেন কুমার চন্দ্র এর নিকট আমার মোক্কেল : শ্রী রাখাল গরাই, পিতা " তারাপদ গরাই, সাং+পোঃ গড়িয়া, থানা ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া, Jhalda A.D.S.R. অফিসের ২০২৪ সালের রেজিস্ট্রিকৃত ১৬০০ নং কোবালা দলিল মূলে হাল দাগ নং ৪০৪- এ কানালী, পরিমাণ ৩.৩৩ (তিন দশমিক তেত্রিশ) ডেঃ জমি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে Jhalda A.D.S.R. ও B.L & L. R. O Jhalda-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

Prabhat Ranjan Daripa
Advocate, District Judges Court,Purulia

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী রুমা দাস** স্বামী শ্রী কমল চন্দ্র দাস, সাকিম জি.টি. রোড পাদ্রীপাড়া, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, **২)শ্রী তাপস দাস** পিতা ৺নিমাই দাস ওরফে নিমাই চন্দ্র দাস, **৩) শ্রী তাপস ধাড়া** পিতা শ্রী রমেশ ধাড়া ওরফে রমেশ চন্দ্র ধাড়া, ২ ও ৩ নং এর সাকিম অনন্তপুর, খলিসানী, পোলবা, হুগলী-৭১২১৩৮ মহাশয়/ মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৫/০৮/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-8140/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমাকে (**শ্রী কমল চন্দ্র দাস**, পিতা ৺গোপাল চন্দ্র দাস, সাকিম জি.টি. রোড পাদ্রীপাড়া, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১০/০৩/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-2046/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সুজিত কুমার পালিত** পিতা ৺সমর কুমার পালিত সাকিম ৫৫/১, সত্যজিত রায় সরণী, কাঁটাডাঙ্গা, ভদ্রেশ্বর, এ্যাঙ্গাস, হুগলী-৭১২২২১, মহাশয়কে ০২ কাঠা ০৭ ছটাক ২৬ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।

তপশীল- জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা ভূষণারা, ৯৪ নং জে.এল ভুক্ত, সাবেক তথা হাল এল.আর ৫৯৭ নং দাগে আমবাগান ষোল আনায় ২৯ শতক সম্পত্তির মধ্যে ১)হাল এল.আর. ৫৬৮ নং খতিয়ানে ০১ কাঠা ০৩ ছটাক ৩৫.৫ বর্গফুট সম্পত্তি ও ২)হাল এল.আর. ৫৬৯ নং খতিয়ানে ০১ কাঠা ০৩ ছটাক ৩৫.৫ বর্গফুট সম্পত্তি, একুনে দুইটি খতিয়ানে একলপ্তে মোট ০২ কাঠা ০৭ ছটাক ২৬ বর্গফুট সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী সুজিত কুমার পালিত** পিতা ৺সমর কুমার পালিত, তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**শ্রী কমল চন্দ্র দাস**
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলগণ (১) শ্রী সন্যাসী ঘোষ, পিতা- মৃত লক্ষী ঘোষ, সাং ও পোঃ- জাহাঙ্গীরপুর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া এবং (২) শ্রী স্বপন বিশ্বাস, পিতা- শ্রী কালীপদ বিশ্বাস, সাং নৃসিংহপুর, পোঃ- নদীয়া বিষ্ণুপুর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া গত ইংরাজী ১১.০৯.২০২৩ তারিখের কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসের I-9196/2023 নং একখানি আমমোক্তার নামা বলে প্রাপ্ত হইয়া জেলা নদীয়া, থানা কোতয়ালীর অধীন ৫৪ নং সুবর্ণবিহার মৌজায় খতিয়ান নং এল.আর. ৪৪১৯, ৪৪১৮, ৪৪২০, ৪৪২১, দাগ নং আর.এস. ও এল.আর. ৪৪৫২/৭৪০৭, শ্রেণী আউশ, পরিমাণ- ১.৬২ শতক এবং ৪৪৫২/৭৪৩৫ নং দাগে শ্রেণী আউশ, ৩২ শতক জমি, মোট ৩৩.৬২ শতক সম্পত্তি (১) শ্রীমতী কামনা বিশ্বাস, স্বামী শ্রী স্বপন বিশ্বাস, সাং নৃসিংহপুর, পোঃ- নদীয়া বিষ্ণুপুর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া ও (২) শ্রীমতী সুদীপ্তা বিশ্বাস, স্বামী- শ্রী সন্যাসী ঘোষ, সাং নতুন দিঘী লেন, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া-কে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসের গত ইংরাজী ২১.০৬.২০২৪ তারিখের I-6185/24 নং একখানি বিক্রয় কোবলা দলিল বলে বিক্রয় করেন। এক্ষনে উক্ত ক্রেতাগণ তাহাদের ক্রীত সম্পত্তি তাহাদের নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর BL & LRO অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস,
এ্যাডভোকেট,
কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

NOTICE

As per Power of Attorney

This is to inform all concerned that my clients: **1. M/s Navajeevan Infrastructure Pvt. Ltd.**, having office at 5/3, Deshapriya Park (East), P.O.- Rashbehari, P.S.-Lake, Kolkata-700029, and **2. AOA Property Associates LLP**, having office at Kedia Bhawan, P-7, CIT Road, Scheme VIM (S), Kankurgachi, P.O.- Kankurgachi, P.S.- Kankurgachi, Kolkata - 700054, have jointly purchased land situated in **Mouza: Chinsurah, J.L. No. 20,** under **Mogra Chinsurah Block**, on the basis of several registered **Powers of Attorney** and **Sale Deeds**, as detailed below:

Additional Registrar Office Assurances -IV Kolkata: ● Deed Nos.: 9939/24, D-9940/24 dated 06/08/2024 ● Deed Nos.: 13606/24 and 11500/24 dated 13/09/2024. ● **Total Land Area**: 14 Katha 8 Chhatak (approx.) ● **Deed Location**: Chinsurah, Hooghly. **Power of Attorney Holders: 1.Shri Sourav Mukherjee** (S/o Late Sudhin Kumar Mukherjee) **2. Smt. Srimita Mukherjee (Mitra)** (W/o Anup Rattan Mitra) **3. Shri Mrinal Mukherjee** (S/o Late Sukumar Mukherjee). **Power of Attorney Numbers**: 11503/24, 11312/24, 11329/24, 8756/24, 11417/24, 11685/24,11502/24, 11499/24, 11686/24, 11328/24, 30717/24, 3716/24,11501/24,13122/22. **Landowners (Grantors of Power of Attorney):** Kunal Mukherjee, Tamal Mukherjee, Mrinal Mukherjee, Keya Banerjee, Kaberi Banerjee, Anjan Kumar Mukherjee, Kumkum Banerjee alias Kumkum Mukherjee, Ranjan Kumar Mukherjee, Amita Banerjee, Stimita Mukherjee Mitra, Sourav Mukherjee, Ashit Baran Banerjee, Abhinaba Banerjee, Seba Mukherjee, Ila Mukherjee, Iva Chakraborty, Mala Ray, Dipa Mukherjee, Anirvan Chakraborty, Sukla Banerjee, Basudhara Bagchi, Sarmistha Banerjee Dutta, Asok Banerjee, Partha Banerjee, and Sibaji Bandyopadhyay.

Land Schedule: Mouza: Chinsurah, J.L. No.: 20, L.R. Dag Nos.: 4991, L.R. Khatian Nos.: 7878, 1518/1, 2339, 6988, 7231, 7450, 7537, 7600, 7642

Following the purchase, my clients have initiated **mutation proceedings** for settlement of the said land. The mutation case numbers are: **4779/25, 4780/25, 4781/25, 4782/25, 4783/25, 4785/25, 4787/25, 4788/25**

Any person or organization having objections regarding the mutation of this land is hereby requested to inform the office of **B.L. & L.R.O., Mogra Chinsurah Block, Bandel Lichubagan Land Department.**

In the absence of any objections within the stipulated legal time frame, the mutation process will proceed as per law.

Thank you.

TAPAS KUMAR MONDAL (Advocate)
Hooghly Judge's Court, Regd. No.-532/505/94,

PUBLIC NOTICE FOR LOSS OF TITLE DEED

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the original title deed pertaining to the property described below has been lost/misplaced and is not traceable despite diligent search. 59 A Southend Park, Ground Floor, Kolkata - 700029.

Name of the Owner: Alpana Chowdhury

Document Details:

• Title deed having No. 190100772/2023.

Any person(s) having any claim, objection, or interest in the said property or documents is/are hereby requested to inform the undersigned in writing within 15 days from the date of publication of this notice, failing which the original deed will be considered lost and necessary steps will be taken to obtain a certified copy and proceed with future transactions.

Contact Details of the Owner/ Authorized Person: Anindya Chowdhury, Flat 1A, 5 Aasha Apartments, 93 Deshpransasmal Road, Kolkata-700033

Date: 23.05.2025
Place: Kolkata

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, **মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।**

নন্দীগ্রামের সমবায় ভোটে বিজেপির দাপট, আতস কাঁচের তলায় 'তৃণমূল'

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব মেদিনীপুর: পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে ৬০টি আসনের মধ্যে ৪২টিতে জিতে শক্তিপ্রদর্শন করল বিজেপি। বাকি ১৮টি আসন দখলে তৃণমূল। বিজেপি নেতা প্রলয় পাল বলেন, 'নন্দীগ্রামের হিন্দুরা জেগে উঠেছে। গোটা রাজ্য জেগে উঠলে ২০২৬-এ বিজেপি ক্ষমতায় আসবে।' এদিকে তৃণমূল নেতা সেখ সফিউল পাল্টা দাবি করেন, 'সমবায় ভোটে দল গুরুত্ব দেয়নি। বিজেপি টাকা ও ভয় দেখি য়ে ভোট নিয়েছে। তবু আমরা ১৮টি আসনে লড়াই করে জিতেছি।' শনিবার সকাল থেকে কড়া নিরাপত্তায় হয় ভোটগ্রহণ। মোট ভোটার ছিলেন ১৫৫০ জন। শুভেন্দু অধিকারীর বিধানসভা এলাকায় বিজেপির এই জয়ে উল্লসিত গেরুয়া শিবির, তবে তৃণমূল তা খাটো করে দেখাতে চাইছে। বিজেপির বক্তব্য অনুযায়ী, এই ফলাফল তাদের 'হিন্দু ভোট' সংহতির প্রমাণ, অন্যদিকে তৃণমূল বলছে;এটি স্থানীয় স্তরের লড়াই, আসল লড়াই বিধানসভায়।

উল্লেখ্য ১৯৫৬ ভোটে নন্দীগ্রাম বিধানসভা আসন থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর ২৬'র বিধানসভা নির্বাচনের আগে শুভেন্দু গড়ে এই ফলাফলে যথেষ্টই উচ্ছ্বসিত গেরুয়া শিবির।

পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলার জবাবে পাকিস্তানে এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে সামরিক অভিযান চালিয়েছিল ভারত। 'অপারেশন সিঁদুর' এর সাফল্য সাংবাদিক সম্মেলন করে ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরেন ভারতীয় সেনার কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং বায়ুসেনার উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের মুখ হয়ে ওঠেন দুই মহিলা। মেয়েরা যে কোনও ভাবেই পিছিয়ে নেই তা সকলের সামনে তুলে ধরতে বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করে ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব। 'মেয়েরাই পারে' নামক এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরাজিতা আঢ্য, দুর্বা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামলী আচার্য্যর মতো মহিলারা। অনুষ্ঠানটির পরিচালনা করেন তন্ময় চক্রবর্তী।

বর্ষা আসার আগেই ডেঙ্গি নিয়ে উদ্বেগে স্বাস্থ্য দপ্তর, শুরু প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষা আসতে এখনও দেরি। তবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মাঝেমধ্যেই রাতে বৃষ্টির দেখা মিলছে। ফলে দিনের কাঠফাটা রোদ আর গরমের হাত থেকে কিছুটা স্বস্তি মিললেও, সমস্যা বাড়াচ্ছে জমা জল ও মশার উপদ্রব। আবহাওয়ার এই খামখেয়ালি আচরণ ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়াচ্ছে বলে আশঙ্কা করছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। স্বাস্থ্যভবনের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর ১ জানুয়ারি থেকে ১৫ মে পর্যন্ত রাজ্যে ১,০২০ জন ডেঙ্গি আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। এর মধ্যে হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, মুর্শিদাবাদ ও কলকাতায় আক্রান্তের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। মূলত জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গির মরশুম হলেও, এবছর আগেভাগেই সংক্রমণ বাড়তে শুরু করেছে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে রাজ্যের সমস্ত জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের বিশেষ নির্দেশিকা পাঠিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। জানানো হয়েছে, প্রতিটি এলাকায় 'মাইক্রো প্ল্যান' তৈরির মাধ্যমে কোথায় কোথায় জল জমে তা চিহ্নিত করতে হবে। প্রয়োজনে ড্রোনের সাহায্যে নজরদারি চালাতে বলা হয়েছে। হাসপাতালগুলিকেও প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে ডেঙ্গি চিকিৎসার জন্যে। রাজ্যবাসীকে সতর্ক করা হয়েছে, বাড়ির আশেপাশে কোথাও যেন জল জমে না থাকে।

হালিশহরে শিবলিঙ্গ ভাঙার প্রতিবাদে বিজেপির বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: হালিশহর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে বৈদ্যপাড়া গঙ্গার ঘাটে রাতের অন্ধকারে শিবমন্দিরের শিবলিঙ্গ ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে শনিবার সকালে আক্রান্ত হয়েছে বিজেপির কার্যকর্তারা। শিবলিঙ্গ ভাঙার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবি-সহ দলীয় কার্যকর্তাদের মারধোরের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে শনিবার বিকেলে কাঁচরাপাড়ার গান্ধি মোড়ে রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির নেতা-কর্মীরা। যদিও কিছুক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর বীজপুর থানার পুলিশ টেনে হিঁচড়ে বিক্ষোভকারীদের সরাতে গেলে দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল ধস্তাধস্তি বেধে যায়। এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় কাঁচরাপাড়া গান্ধি মোড়ে। উক্ত বিক্ষোভে সামিল হয়ে চাকদার বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ বলেন, এঁরা গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরছে। এখ ানে শাসক আর পুলিশ শেষ কথা বলবে। এখানে বিরোধীদের কথা বলার জায়গা নেই। অপরদিকে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি বলেন, শিবমূর্তি ভাঙার প্রতিবাদ করায় দলীয় কার্যকর্তাদের পুলিশের উপস্থিতিতে মারধর করা হয়েছে। এখন পুলিশের কাজ হচ্ছে বিজেপিকে আটকানো। আর সমাজবিরোধীদের নিরাপত্তা দেওয়া। তবে ২০২৬ সালের নির্বাচনে বাংলার মানুষ এর জবাব দেবে। বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গ পান্ডে বলেন, হিন্দুদের মন্দির-বিগ্রহ ভাঙচুর হচ্ছে। সেক্ষেত্রে পুলিশ নিস্ক্রিয়। অথচ অন্যায়ের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করলে সেক্ষেত্রে পুলিশ অতি সক্রিয়। তাঁর হুঁশিয়ারি, মুর্শিদাবাদে যেভাবে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ হয়েছে। সেদিকে খেয়াল রেখে তাঁরা ব্যারাকপুরকে মুর্শিদাবাদ হতে দেবেন না। উক্ত বিক্ষোভ কর্মসূচিতে এদিন হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর জেলার যুব মোর্চার সভাপতি বিমলেশ তেওয়ারি, বীজপুর-২ মন্ডল সভাপতি সজল কর্মকার, সন্তোষ রায় প্রমুখ।

মহিলা কামরার দাবিতে ট্রেন অবরোধ, শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় বিপর্যয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদা: শনিবার সকাল ৬টা নাগাদ লদীকান্তপুর শাখার মথুরাপুর রোড, গোচরণ ও জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে ট্রেন অবরোধ করেন মহিলা যাত্রীরা। তাঁদের দাবি; ট্রেনে মহিলা কামরা বাড়াতে হবে এবং বসার জন্য আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় ব্যবস্থা করতে হবে। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে পরিষেবা ব্যাহত হয়। রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, অবরোধের জেরে ৪ জোড়া ইএমইউ লোকাল ট্রেন বাতিল করতে হয়েছে। বিক্ষোভকারী মহিলাদের অভিযোগ, মহিলা কামরায় প্রবল ভিড় হয়, উঠতে নামতে সমস্যা হয়, ঝগড়া বাধে। তাঁদের বক্তব্য, প্রতিদিন কর্মস্থলে যেতে চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হতে হয়। রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ইদানিং শিয়ালদা ডিভিশনের সব লোকালে মহিলা কামরা বাড়ানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও যাত্রীচাপে পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জিআরপি ও পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অবরোধ ওঠে সকাল ৯টা ২৫ মিনিটে। উল্লেখযোগ্যভাবে, কিছুদিন আগেই মথুরাপুরে পুরুষ যাত্রীরাও মহিলা কামরা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে অবরোধ করেছিলেন। ফলে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় কামরা-বণ্টন নিয়ে চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে যাত্রীদের একাংশের মধ্যে।

বাংলার বাড়ি প্রকল্পে কাজের অগ্রগতি দেখেই দ্বিতীয় কিস্তির টাকা!

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ) প্রকল্পে প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে ছয় মাস কেটে গেলেও অনেক উপভোক্তা নির্ধারিত নির্মাণকাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। পঞ্চায়েত দপ্তরের সমীক্ষা অনুযায়ী, ১২ লক্ষ উপভোক্তার মধ্যে মাত্র ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার ১৬৪ জন লিন্টেল স্তর পর্যন্ত নির্মাণ শেষ করেছেন, যা মোটের ৭২.১০ শতাংশ। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় কাজের গতি অত্যন্ত ধীর; দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মাত্র ৫০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়ার আগে নির্মাণের অগ্রগতি যাচাই করতে কড়া অবস্থান নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, যাঁরা লিন্টেল স্তর পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন করেছেন, শুধুমাত্র তাঁরাই দ্বিতীয় কিস্তির ৬০,০০০ পাবেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৫ মে ২০২৫, ১০ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার

শিব মন্দিরের শিবলিঙ্গ ভেঙে ফেলার প্রতিবাদে হালিশহরে রাস্তা অবরোধ

পুলিশের ভূমিকা পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: হালিশহর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বৈদ্যপাড়া গঙ্গার ঘাটে রাতের অন্ধকারে শিব মন্দিরের শিবলিঙ্গ ভেঙে ফেলার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শনিবার সকালে গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে আসা মানুষজন দেখতে পান মন্দিরের শিবলিঙ্গ ভাঙা। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের তরফে ব্যস্ততম ঘোষপাড়া রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। হালিশহর থানার পুলিশ পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের বুঝিয়ে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়। তবে ঘটনায় জড়িতদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন স্থানীয় মানুষজন। স্থানীয় বাসিন্দা বাসুদেব গাঙ্গুলি বলেন,

> বাংলায় নাকি রামের কালচার নেই। শিবের কালচার তো আছে। শিব তো মহাদেব। তবুও তাঁর মন্দির-বিগ্রহ ভাঙা হচ্ছে।
>
> অর্জুন সিং
> ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ

এদিন সকালে গঙ্গায় স্নান করতে এসে দেখি মন্দিরের শিবলিঙ্গ ভাঙা। তাঁর দাবি, এভাবে শিবলিঙ্গ ভেঙে হিন্দু ধর্মের ওপর আঘাত করা হচ্ছে। যদিও এই ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি এক্সে লেখেন, মন্দির চত্বর সিসিটিভি ক্যামেরায় মোড়া। অথচ অপরাধীদের পুলিশ ধরতে পারেনি। এতেই বোঝা যাচ্ছে, বাংলায় আইন শৃঙ্খলা বলে কিছুই নেই। এমনকী হিন্দুদের মন্দির কিংবা বিগ্রহ সুরক্ষা অথবা নিরাপত্তা দিতে প্রশাসন মাথা ঘামায় না। ঘটনায় জড়িতদের পাকড়াও করে তিনি শাস্তির দাবি করেন। পাশাপাশি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ বলেন, বাংলায় নাকি রামের কালচার নেই। শিবের কালচার তো আছে। শিব তো মহাদেব। তবুও তাঁর মন্দির-বিগ্রহ ভাঙা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, মুর্শিদাবাদ-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সনাতন ধর্মের ওপর আঘাত করা হচ্ছে। জেহাদিরা রাতের অন্ধকারে এসব করছে। তাঁর দাবি, বাংলায় পুলিশের ভূমিকা পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়। ঘটনা নিয়ে হালিশহরের পুরপ্রধান শুভঙ্কর ঘোষ বলেন, ঘটনায় যারা জড়িত পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে। তাছাড়া পুরসভার তরফে মন্দিরটিকে সংস্কারও করা হবে।

কর্তব্যরত অবস্থায় রিলস বানানোয় 'না' নগরপালের

দেওয়া হল দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির হুঁশিয়ারিও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোশ্যাল মিডিয়ায় পুলিশের উর্দি পরে রিলস বানানোর প্রবণতা বেড়েই চলেছে পুলিশকর্মীদের মধ্যে। এবারে এ ব্যাপারে রাশ টানতে চলেছে লালবাজার। শুধু তাই নয়, এই বিষয়েই এবার কড়া বার্তাও দিতে দেখা গেল কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ কুমার ভার্মাকে। ক্রাইম মিটিংয়ে বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন নগরপাল।

ক্রাইম মিটিংয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে জানান, বেশ কিছু কনস্টেবলের বিরুদ্ধে সমাজমাধ্যমে অভিযোগ তুলে ধরা হচ্ছে। এগুলো কোনওভাবেই বরদাস্ত যে করা হবে না তা লালবাজারের মাসিক ক্রাইম মিটিংয়ে স্পষ্ট করে দেন পুলিশ কমিশনার মনোজ কুমার ভার্মা। সঙ্গে এও জানান, কর্তব্যরত অবস্থায় রিলস বানালে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মুখে পড়তে হবে। কারণ, কলকাতা পুলিশের ঐতিহ্যের সঙ্গে এই বিষয়গুলি একেবারেই মানানসই নয়। সূত্রে খবর, এই বিষয়ে সম্পর্কে প্রত্যেকটি থানাকে অবগত করা হয়েছে।

বিগত বেশ কয়েক বছরে দেখা যাচ্ছে সমাজ মাধ্যমে নিজেদের প্রচার করতে ব্যবহার করা হচ্ছে পুলিশের পরিচয়। পাশাপাশি বেশ কিছু কর্মীরা নিজেদের ইউটিউব চ্যানেল খুলে নানা ধরনের ভিডিও ও রিলস আপলোড করে থাকেন। আর এই সব ভিডিওতে বেশ কিছু গোপন স্থানের খবর তুল ধরা হয় বলেও জানা গেছে। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই নিরাপত্তা জনিত বিষয় যে সাধারণ মানুষের কাছে সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে এটা বুঝতে কারও অসুবিধা হচ্ছে না। আর এই ঘটনা একেবারে 'না পসন্দ' নগরপাল মনোজ কুমার ভার্মার। এই ঘটনাতেই নগরপালের হুঁশিয়ারি, এমন ঘটনা নজরে এলেই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে।

হাইকোর্টের বিচারপতির নির্দেশে আইনজীবীর জেলযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার আইনজীবীকেই জেলে পাঠালেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। অভিযোগ এতটাই গুরুতর যে পাশে থাকলে চাপ বাড়বে বাকিদেরও তাই ওই আইনজীবীর পাশে দাঁড়াতে দেখা গেল না প্রায় কাউকেই। এদিকে সূত্রে খবর, ওই আইনজীবী এখন প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি। শুক্রবার রাতেই তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় বলে সূত্রের খবর।

আদালত সূত্রে খবর, কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী হয়েও আদালতের নির্দেশকে কার্যকর না করার পরামর্শ তিনি দেন মক্কেলকে। আর এখানেই প্রশ্ন উঠেছে আদালতের নির্দেশ কেন মানেননি তিনি? কারণ, আদালতের নির্দেশ না মানার অর্থ আদালত অবমাননা করা। সেটা একজন আইনজীবী হয়ে কেমন করে করলেন তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। এই বিষয়ে যাবতীয় তথ্য প্রমাণ বিচারপতির কছে পৌঁছে যায়। যার প্রেক্ষিতেই জেলে যেতে হয় ওই আইনজীবী অরুণাংশু চক্রবর্তীকে। তবে এখানেই শেষ নয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তথা কর্নাটক হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কুকথা পোস্ট করেন। বিচারপতি কৌশিক চন্দ সম্পর্কে কটু বাক্য পোস্ট করেন ওই আইনজীবী। সেটা তুলেই আদালতে হলফনামা জমা দেন উপাচার্য। তারপরও ক্ষমা চাননি আইনজীবী।

এছাড়াও বিচারপতিদের নামে কুৎসা করেছেন বলেও অভিযোগ। যা আইনত কোনওভাবেই করা যায় না। সঙ্গে এও জানা গেছে, ওই আইনজীবীর নাম অরুণাংশু চক্রবর্তী। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁকে চার দিনের জেল খাটার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট।

সঙ্গে এ খবরও মিলেছে, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের হয়ে আইনজীবী অরুণাংশু চক্রবর্তী মামলা লড়েন। সেখানে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ না মানতে ওই অধ্যাপককে পরামর্শ দেন বলে অভিযোগ। পরে এক রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে মামলাতেও একই পদক্ষেপ করেন এই আইনজীবী বলে অভিযোগ। যার জেরেই এই জেল যাত্রা।

এই ঘটনার তথ্যপ্রমাণ হাতে পেয়ে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দ সরাসরি আইনজীবী অরুণাংশু চক্রবর্তীকে শেরিফের মাধ্যমে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এরপরই রাতে আইনজীবীকে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠানো হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। কদিন আগে কলকাতা হাইকোর্টের অন্তত দুটি বেঞ্চ পৃথক পৃথক মামলায় ওই আইনজীবীর আচরণের সমালোচনা করে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিল। কিন্তু তারপরও তিনি নিজেকে পরিবর্তন করেননি। বরং একই আচরণ করে যান বলে অভিযোগ।

গোপনে ওয়েল্ডিং থেকে আগুন, কড়া পদক্ষেপের বার্তা মেয়রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঋতুরাজ হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের নেপথ্যে গোপনে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ; টক-টু-মেয়র অনুষ্ঠানে এমনটাই জানালেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বললেন, ধোঁয়ায় শ্বাসরোধ হয়ে ১৪ জনের মৃত্যু আমাকেও কষ্ট দিয়েছে। আগুন লাগার পরে হোটেল মালিক পালিয়ে যান, কর্মীদের প্রশিক্ষণ ছিল না, মকড্রিলও হয়নি; এ সবই বিপর্যয়ের কারণ বলে দাবি তাঁর। শুক্রবার পুরসভার অধিবেশনে বিজেপি কাউন্সিলরদের প্রশ্নের মুখে মেয়র জানান, শহরের বহুতলে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে বুধবার বৈঠক ডাকা হয়েছে। তৈরি হচ্ছে নির্দেশাবলি, যা আবাসনগুলিতে পাঠানো হবে।

তিনি স্পষ্ট বলেন, এবার থেকে নিয়ম না মানলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে প্রস্তাব দেন, আবাসিক কর নেওয়ার আগে বহুতলে দমকল ছাড়পত্র পরীক্ষা হোক। মেয়র জানান, শহরে একের পর এক আগুনের ঘটনার পর প্রশাসন আর ঢিলেমি করবে না।

টিটাগড় বিস্ফোরণকাণ্ডে কাউন্সিলর আরমানের ১০ দিনের জেল হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, টিটাগড়: টিটাগড়ে ফ্ল্যাটে বিস্ফোরণের ঘটনায় তৃণমূল কাউন্সিলর আরমান মণ্ডলকে ১০ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল ব্যারাকপুর আদালত। গত সোমবার সকালে টিটাগড় পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁশবাগান এলাকার এক বহুতলের ফ্ল্যাটে বিস্ফোরণ হয়। দেওয়াল ভেঙে পড়ে নীচের বস্তিতে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, বিস্ফোরিত ফ্ল্যাটটির চাবি ছিল কাউন্সিলরের কাছে। অভিযোগ, লোকসভা ভোটের সময় ওই ফ্ল্যাট 'দলীয় কাজে' ব্যবহৃত হয় এবং কাউন্সিলর সেটি দখল করে রাখেন। ঘটনার পরে পুলিশ আরমান-সহ তিন জনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আরশাদ খান ও শাহরুখ নামে দুই সহযোগী। শনিবার টিটাগড় থানার পুলিশ আরমানকে আদালতে পেশ করলে বিচারক তাঁকে ১০ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। স্থানীয় সূত্রে বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কার্যকলাপের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আম পাড়া নিয়ে বচসার জেরে দাদার হাতে খুন ভাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: আম পাড়া নিয়ে দু'ভাইয়ের মধ্যে ঝামেলা। এই ঝামেলা এত বড় আকার ধারণ করে যে দাদার হাতেই খুন হয়ে গেল ভাই। ঘটনা নিউটাউনের আকন্দ কিশোরী এলাকার। স্থানীয় সূত্রে খবর, দাদার জমিতে রয়েছে আম গাছ। সেই আম পাড়তে এসেছিল ভাই। আর এই আম পাড়ার ঘটনায় দুই ভাইয়ের মধ্যে বাধে বচসা। এরপরই ঘটে খুনের ঘটনা। অভিযুক্ত প্রশান্তকে আটক করেছে টেকনোসিটি থানার পুলিশ।

সঙ্গে স্থানীয় সূত্রে এও জানা যাচ্ছে, আকন্দ কিশোরী এলাকাতেই বাড়ি ভাই সুশান্ত রায়ের। পাশেই দাদা প্রশান্ত রায়ের জমিতে রয়েছে আম গাছ। সেখান থেকে আম পাড়া নিয়ে ঝামেলার শুরু। তারপরই দু'জনের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে রাগে ভাইয়ের মাথায় ভারী কোনও বস্তু দিয়ে মেরে বসেন প্রশান্ত। সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন সুশান্ত। পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁকে সেখানেই মৃত বলে ঘোষণা করে দেন।

সুশান্তের মৃত্যুর খবর সামনে আসতেই কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হন প্রতিবেশীরা। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে টেকনোসিটি থানার পুলিশ পৌঁছতেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। আটক করা হয় অভিযুক্ত প্রশান্ত রায়কে। যদিও পরিবারের তরফে শনিবার সন্ধে পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

'সিভিক' না 'সিন্ডিকেট'? অপরাধের আঁতুড়ঘর কি রাজ্যের সিভিক বাহিনী?

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কনস্টেবলের পোশাক, পুলিশের ক্ষমতা; কিন্তু দায়দায়িত্ব? তা যেন উধাও! রাজ্যের সিভিক ভলান্টিয়ারদের বিরুদ্ধে ফের উঠে এল দাদাগিরি, তোলাবাজি ও এমনকী ধর্ষণের অভিযোগ। প্রগতি ময়দান থানার সিভিক নীরজ সিংয়ের 'দাদাগিরি' ধরা পড়তেই নতুন করে চর্চা শুরু; এই বাহিনী আদৌ পুলিশি ব্যবস্থার সহায়ক না নব্য 'সিন্ডিকেট'?

২০১১ সালে তৃণমূল সরকারের হাত ধরে চালু হওয়া এই বাহিনীর সদস্য সংখ্যা এখন প্রায় ১.৩ লক্ষ। অথচ এই বাহিনীর অর্ধশিক্ষিত অংশটাই এখন মাথাব্যথার কারণ। নিয়ম ছিল মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হতে হবে;২০১৭ সালে সেই মান নামিয়ে আনা হল অষ্টম শ্রেণিতে! নিয়োগের মূল শর্ত, থানার এলাকার বাসিন্দা, অপরাধমুক্ত পটভূমি; তা আদৌ মানা হচ্ছে কি না, প্রশ্ন থেকেই যায়।

শুধু পাঁশকুড়া, মালদা, বরাহনগর বা আরজি কর নয়; প্রায় প্রতিটি জেলার রোজনামচায় জায়গা করে নিচ্ছে 'সিভিকের অত্যাচার'। হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে; আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এদের ব্যবহার নয়, কেবল ট্র্যাফিক বা জনসমাগম নিয়ন্ত্রণে সীমাবদ্ধ রাখুন। কিন্তু বাস্তবে? সিভিকদের দিয়ে চলছে ধরপাকড়, তোলা আদায়, এমনকি জোরপূর্বক 'সমঝোতা' চাপানো।

বিজেপি নেতা সজল ঘোষের তির্যক প্রশ্ন; সিভিক নয়, এ তো তৃণমূলের দুষ্কৃতী বাহিনী। আগে যেমন তোলা আদায় করত, এখনও করে! প্রাক্তন পুলিশকর্তা অরিন্দম আচার্যও উদ্বিগ্ন; যারা নির্দেশ দিচ্ছে, একশ্রেণির পুলিশ তাতে কান দিচ্ছে না। প্রশ্ন একটাই; সাহায্যকারী বাহিনী, না কি নিয়ন্ত্রণহীন দানব? রাজ্য প্রশাসনের কি চোখ খুলবে এবার?

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিনে মহানগরে আয়োজিত এক পদযাত্রা। ছবি: অদিতি সাহা

১২ জুলাই উদ্বোধন হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেশ কয়েক মাস ধরেই শোনা যাচ্ছিল খুব দ্রুত উদ্বোধন হবে সার্কিট বেঞ্চের। এ ব্যাপারে কয়েকদিন আগেই সরেজমিনে পরিদর্শন করতে আসেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। পরিদর্শনের পর কাজ দেখে সন্তোষ প্রকাশও করেন প্রধান বিচারপতি। তবে তখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি যে কবে খুলবে দরজা এই সার্কিট বেঞ্চের। কলকাতা হাইকোর্ট সূত্রে খবর, আগামী ১২ জুলাই উদ্বোধন হতে চলেছে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের। জলপাইগুড়ির পাহাড়পুরে তৈরি হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের এই সার্কিট বেঞ্চ।

সূত্রের খবর, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি-সহ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রীর উপস্থিত থাকার কথা। শুক্রবার প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে অন্য সাত বিচারপতির উপস্থিতিতে হাইকোর্টে উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠক হয় রাজ্যের সঙ্গে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ছিলেন অর্থ, পূর্ত দপ্তরের সচিবও। এর পাশাপাশি ছিলেন এডিজি আইন শৃঙ্খলা। বৈঠকে এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান কীভাবে হবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই এর যাবতীয় উদ্যোগ নেন।

প্রসঙ্গত, স্থায়ী সার্কিট বেঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগেই। জাতীয় সড়কের ধারে গড়ে উঠেছে বিশাল ভবন। গত ৮ মে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের ল্যান্ড ডিড হস্তান্তর হয়েছে। রাজ্যের তরফে তা তুলে দেওয়া হয়েছে হাইকোর্ট কর্তৃপক্ষের হাতে। কয়েকদিন আগেই কাজ দেখতে গিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। সঙ্গে ছিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু, বিচারপতি শম্পা সরকার-সহ অনেকেই।

আজ অতিরিক্ত মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস (প্রিলিমিনারি) পরীক্ষা, ২০২৫ উপলক্ষে পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিল কলকাতা মেট্রো। ২৫ মে আজ রবিবার, ব্লু লাইনে সকাল ৭টা থেকেই মেট্রো চলবে। সাধারণত ছুটির দিনে সকাল ৯টা থেকে মেট্রো পরিষেবা শুরু হয়। তবে ওই দিন ১৩৮টি ট্রেন (৬৯ আপ ও ৬৯ ডাউন) চলবে, যেখানে সাধারণত ১৩০টি ট্রেন চলে।

মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রবিবার সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত আপ ও ডাউন; উভয় দিকেই ৩০ মিনিট অন্তর ট্রেন চলবে। টার্মিনাল স্টেশনগুলি থেকে শেষ ট্রেনের সময় অপরিবর্তিত থাকবে।

প্রথম ট্রেন

কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর সকাল ৭টা (সাধারণত ৯টা)

নোয়াপাড়া থেকে কবি সুভাষ সকাল ৭টা (সাধারণত ৯টা)

দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ সকাল ৭টা ২০ (সাধারণত ৯টা)

শেষ ট্রেন (পূর্বের মতোই)

কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর রাত ৯টা ২৭ মিনিট

দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ রাত ৯টা ৩৩ মিনিট

কবি সুভাষ থেকে দমদম রাত ৯টা ৪০ মিনিট

সবুজ লাইনের (গ্রিন লাইন-২) পরিষেবায় কোনো পরিবর্তন হবে না।

বর্ষা আসছে রবিবার, নিকাশি নিয়ে প্রশ্নচিহ্নের মুখে কলকাতা পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণবঙ্গে কখনও মাঝারি, কখনও ভারী বৃষ্টির জেরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়নি সেভাবে। সহজভাবে বললে, এই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির জেরে তাপপ্রবাহ থেকেও রক্ষা পেয়েছে দক্ষিণবঙ্গ। কখনও দিনে, কখনও রাতে বৃষ্টিতে ভিজছে কলকাতা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর। শুধু বৃষ্টি নয়, সঙ্গে বয়েছে ঝড়ো হাওয়াও। তার জেরে মাত্রাছাড়া গরম থেকে এবার কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলেছে। এরই মাঝে আরও এক স্বস্তির খবর দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বর্ষা আসছে রবিবার থেকেই। আর এখানেই বড় প্রশ্ন কলকাতা পুরসভার সামনে, এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে তারা আদৌ প্রস্তুত কিনা।

এদিকে মৌসম ভবন সূত্রে খবর, সময়ের সাতদিন আগেই বর্ষা আসছে কেরলে। মৌসম ভবনের রিপোর্ট অনুযায়ী, রবিবার থেকেই কেরলে শুরু হচ্ছে বর্ষার বৃষ্টি। রবিবারই বর্ষা ঢুকবে উত্তর-পূর্ব ভারতেও। এদিকে, আরব সাগরে তৈরি হয়েছে গভীর নিম্নচাপ। শনিবারই সেটা এগিয়ে এসে স্থলভাগে ঢুকবে। ফলে, দেশের পশ্চিম উপকূল জুড়ে প্রবল বৃষ্টির সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে মৌসম ভবনের তরফ থেকেও। এই প্রসঙ্গে আবহাওয়াবিদদের ধারণা, এবার অল্প সময়ে বেশি বৃষ্টিতেই রয়েছে দুর্যোগের সম্ভাবনা। বেঙ্গালুরু, মুম্বইতে জল জমে যে দুর্দশার ছবি সামনে আসে সে ছবির কোনও পরিবর্তন হবে না এবারও। বর্ষার আগেই হাবুডুবু খেতে পারে একের পর এক মেগাসিটি।

এরই মধ্যে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

জারি করা হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের জন্যও। এবার স্বাভাবিকের থেকে ৫ শতাংশ বেশি বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আর তাতেই কলকাতা ভাসবে কি না তা নিয়ে চলছে জল্পনা। জল্পনা চলছে, এমন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য কলকাতা পুরসভা আদৌ তৈরি কি না। অনেকেই মনে করছেন, অপর্যাপ্ত নিকাশি ব্যবস্থা আগামী ৪ মাস উদ্বেগে রাখবে কলকাতা পুরসভাকে। অর্থাৎ, এবারে বর্ষায় প্লাবন ঠেকানোই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠবে পুরপ্রশাসনের কাছে।

আষাঢ়ের আগে জ্যৈষ্ঠেই ঝেঁপে বৃষ্টি আসছে কলকাতায়। আগামী সপ্তাহেই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। মঙ্গলবার উত্তর বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধ-বৃহস্পতিবার বৃষ্টিপাত বাড়বে। জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। আগামী বুধবার দক্ষিণবঙ্গের তিন জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। বৃহস্পতিবার দক্ষিণের ৬ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আপাতত রোজই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে।

যতই আন্দোলন হোক চাকরি ফিরে পাবেন না: বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে শনিবারই বিকাশ ভবনের সামনে থেকে বিক্ষোভ সরিয়ে নিলেন চাকরিহারারা। জায়গা বদল হলেও চাকরি ফিরে পাওয়ার আন্দোলন যে থামবে না সেটাও তাঁরা স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন। এদিকে আইনজীবী তথা সিপিএম নেতা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য তাঁদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বার্তা দেন, যতই আন্দোলন হোক চাকরি তাঁরা ফিরে পাবেন না। স্বাভাবিকভাবেই এই কথা শুনে আশাহত চাকরিহারাদের একাংশ।

এদিকে সূত্রে খবর, শনিবার সকালে আন্দোলনরত চাকরিহারাদের একাংশ দেখা করতে যান বিশিষ্ট আইনজীবী তথা বামনেতা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। এরপরই বিকাশরঞ্জন তাঁদের স্পষ্ট জানিয়ে দেন,আপনারা কেউ চাকরি ফিরে পাবেন না। আপনাদের নতুন করে পরীক্ষায় বসতে হবে। তার জন্য তৈরি হন। একই সঙ্গে রাজ্য সরকারকে নিশানা করে বিকাশ বলেন, সরকার চাকরিহারাদের ভুল বোঝাচ্ছে। রিভিউ পিটিশন করেও কোনও লাভ হবে না।

এদিকে সূত্রে খবর, চাকরিহারাদের ১০ জনের একটি প্রতিনিধি দল এদিন বিকাশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করেছিল। তাঁদের আরও একটি বিষয় বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। বলেছেন, যোগ্য-অযোগ্যদের যে তালিকায় ৭ হাজার ২৫০ জনের কথা বলা হচ্ছে সেই সংখ্যাও নাকি ঠিক নয়। বিকাশের দাবি, আরও বেশ কয়েকজন রয়েছে এই অযোগ্য তালিকায়। ফলত সামগ্রিক ভাবে বিকাশের এই বার্তা শুনে নিরাশ হয়েই ফেরেন চাকরিহারারা।

এদিকে শনিবারই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চাকরিহারা শিক্ষকরা জানান, তাঁদের ইস্যু এবার সংসদে তোলার ব্যাপারে সমস্ত সাংসদদের জানিয়ে চিঠি দেবেন। তাঁরা আরও জানিয়েছেন, সোমবারের মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে কথা বলতে হবে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গেও আলোচনা করতে চান চাকরিহারারা। কোনও সদুত্তর না পেলে আবারও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন তাঁরা।

বস্তুত, বিকাশ ভবনের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ করছেন চাকরিহারা শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাঁরা চাকরি হারিয়েছেন। ২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগপ্রক্রিয়ায় যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা।

সম্পাদকীয়

সেলফি-সংক্রমণের সোচ্চার কারণ সেলিব্রিটি হওয়ার সহজতম পথ

গা শিউরে ওঠার মতো ঘটনা। সেলফি-নেশা শেষ পর্যন্ত মানুষকে টেনে নিয়ে গেল কবরখানায়, কবর খুঁড়ে কঙ্কাল টেনে বের করে, বহু চেষ্টায় দাঁড় করিয়ে তার পাশে রঙিন ফুলের বাহারি প্রিন্টেড শার্ট পরে পোজ দিয়ে সেলফি তোলা। এই কীর্তি 'সেলফি'-র ইতিহাসে এর আগে ঘটেছে বলে মনে হয় না। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির শ্রীরামপুর গ্রামের বছর তেইশের প্রভাকর শিট কবর থেকে কঙ্কাল তুলে তাকে পাশে নিয়ে সেলফি তুলে সেলফির ইতিহাসে হয়ে উঠল অনন্য এবং সেলেব। আমরা জানলাম তার পিতার নাম, জানলাম তারা পাঁচ ভাই। পড়শিরা তার প্রসঙ্গে বলেছেন, সে মদ ও গাঁজায় সারাক্ষণ ডুবে থাকে। যত বাড়ছে তার কুনাম, ততই বাড়ছে প্রতাপ। তার বাবা গোলক শিট নাকি এহেন 'সেলেব' পুত্রকে নিয়ে নাজেহাল। এহ কাণ্ড কবরখানা ঘটিয়ে পাড়ার লোকের হাতে ঠেঙানি খেয়ে প্রভাকর আপাতত কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সেলফি-তোলার সংক্রামক প্রবৃত্তি সারা পৃথিবীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। সেলফি আধুনিক সমাজ-সংসারের সবথেকে বিপজ্জনক ব্যামো বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। সেলফি-সংক্রমণের সোচ্চার কারণ সেলিব্রিটি হওয়ার সহজতম পথ, ঘরে-ঘরে নিজেকে পৌঁছে দেওয়ার দ্রুততম উপায়। তবে একে কীর্তির পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে, ছুটে আসা রেলগাড়ির সামনে, তিরিশতলা থেকে প্রায় ঝাঁপ দিতে-দিতে, গভীর খাদের কিনারে পা বাড়িয়ে, বাঘের মুখের সামনে হেসে সেলফি্। প্রভাকর যেটা করেছে, তাতে অবশ্যই সেলফি-ভাবনায় নতুন মাত্রা যুক্ত হল। ঝুঁকি কম প্রভাকরের সেলফিশৈলীতে। এবং হয়তো বা গাঁজা-মদের নেশার সঙ্গে মেশানো এক দার্শনিক সম্ভাবনাও খুলে যাচ্ছে প্রভাকরের এই কঙ্কাল-সেলফি ভাবনায়।

শব্দবাণ-২৮৩

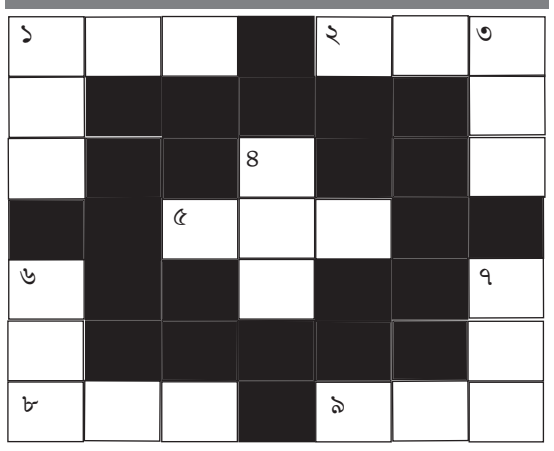

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১.ত্রিশূল ২. চোয়ানো মদ ৫. দেখার ইচ্ছা ৮. জ্ঞাতিগোত্র, দলবল ৯. পীড়িত।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. পরিধান ৩. টেরা, বাঁকা দৃষ্টিযুক্ত ৪. দেখা যায় না এমন ৬. বাজার ৭. সভা, মজলিশ।

সমাধান: শব্দবাণ-২৮২

পাশাপাশি: ১. অসহযোগ ৪. রদ্দি ৫. কলাপ ৭. লঙ্কেশ ৯. বেগ ১১. নাস্তানাবুদ।
উপর-নীচ: ১. অনর্থক ২. হট্ট ৩. গরমিল ৬. পরগনা ৮. শতচ্ছদ ১০. দানা।

জন্মদিন

আজকের দিন

রাসবিহারী বসু

১৮৮৬ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী রাসবিহারী বসুর জন্মদিন।*
১৯২৫ *বিশিষ্ট গুজরাটি লেখক ধীরুবেন প্যাটেলের জন্মদিন।*
১৯৯২ *বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক করণ জোহরের জন্মদিন।*

'নেতাজীর জীবন দর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে'

সাতাত্তর বছর আগে ১৯৪৮ সালে বলেছিলেন অনিল রায়

শান্তনু রায়

কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন আজ থেকে সাতাত্তর বছর আগে ১৯৪৮ এ অনিল রায় তাঁর একটি পুস্তকের ভূমিকায়। ২৬ শে মে, সেই বিপ্লবী চিন্তাবিদ দার্শনিক এবং সুভাষবাদের একনিষ্ঠ অনুগামী ও প্রবক্তা বঙ্গসন্তানের ১২৪তম জন্মবার্ষিকী। ঢাকার মানিকগঞ্জের বয়রা গ্রামে অরুণ চন্দ্র রায় ও শরতকুমারী দেবীর পুত্র অনিল রায়ের জন্ম ১৯০১ সালের ২৬ শে মে। ঢাকা কলেজ থেকে ১৯২১ এর স্নাতক অনিল চন্দ্র এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন ১৯১৭ সালে । এরপর ১৯২৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

ছাত্রাবস্থায়ই তিনি বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের সান্নিধ্যে আসেন এবং তার দলে যোগদান করেন। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত তিনি প্রথমে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার লীগ প্রতিষ্ঠা করে সমাজসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। সমাজসেবার আড়ালে চলত বিপ্লবী কর্মকাণ্ডও। অনিল চন্দ্র রায় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিজ্ঞানী ডঃ জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার লীগের(শ্রীসংঘর)যথাক্রমে সেক্রেটারি ও চেয়ারম্যান ছিলেন। সেইসময় ঢাকায় বিপ্লবী অনিল রায়ের সংগঠন 'শ্রীসঙ্ঘ' সক্রিয় ।শহরের তরুণদের মধ্যে এরপ্রভাব ক্রমবর্ধমান। মাত্র তেরো বছর বয়সেই বৈপ্লবিক কাজে হাতেখড়ি হওয়া অনিল রায় একদিকে গোপন বিপ্লবীদলের সংগঠক-নেতা আবার সঙ্গীতের তন্ময় সাধকও। পদ্য,গীত রচনায় সহজাত শিল্পী-সাহিত্য-সংস্কৃতির উপাসক ।তাঁর ভাবনায়ই প্রথম এসেছিল মহিলা সংগঠনের রাজনৈতিক দিকটি। তিনি ভেবেছিলেন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের স্বতন্ত্র ভুমিকা এবং একটি রাজনৈতিক সংগঠনে সহযোদ্ধা হিসেবে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালনের প্রয়োজনীয়তা। তাঁর উদ্যোগে শ্রীসংঘে একগুচ্ছ মহিলা যোগদান করেছিলেন ।তখন লীলা নাগ প্রতিষ্ঠিত নারী সংগঠন দীপালি সঙ্ঘের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রয়োজন হত শ্রীসঙ্ঘের সাংগঠনিক সাহায্য ও সহযোগিতা। যাত্রাপথের এইভাবে নৈকট্যের মাধ্যমে জাতীয় আন্দোলনের গতিপথ দেশের স্বাধীনতা লাভের পথ রাজনৈতিক আদর্শের প্রশ্নও উঠে আসত উভয়ের আলোচনায়। জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তাঁদের বিশেষ আস্থা ছিলনা। পথের দিশা মিলল সুভাষচন্দ্রের আপোষহীন সংগ্রামের বক্তব্যে ।লীলা নাগও শ্রীসংঘে যোগ দিলেন ১৯২৬ এ।

এরপর ১৯২৮ সালে কোলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন ।বাংলার বিপ্লবীরা সুভাষচন্দ্রের পাশে দাঁড়াতে সেই অধিবেশনে যোগ দেন। অনিল রায় শ্রীসঙ্ঘের নেতারূপে এবং লীলা নাগও নারী আন্দোলনের অবিসংবাদী নেত্রীরূপে অধিবেশনে যোগ দেন। এইসময় বাংলার বিপ্লবী আন্দলনে এক নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।ছোট বড় বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠীর জমায়েত হয় সুভাষচন্দ্রের চারপাশে। অন্যদিকে ১৯২৫ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও ১৯২১ থেকে ১৯৩০ এর কারাবাস হওয়ার আগে পর্যন্ত অনির্বান বিপ্লবী অনিল রায়ের সুদক্ষ এবং নিরলস সাংগঠনিক প্রয়াসে বাংলার দিকেদিকে অসংখ্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা গড়ে উঠেছিল। কিন্ত ১৯৩০ সালে অনিল রায় গ্রেপ্তার হলে শ্রীসঙ্ঘের দায়িত্বও এসে পড়ে লীলা নাগের উপর। তবে সেই বিপ্লবী জীবনও কখনও কখনো কঠিন সময়ের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে — মূল্যবোধের দ্বন্দ্বে ,সংশয়ে বিক্ষুব্ধ মন অবশ্য অবশেষে সঠিক দিশায় উত্তীর্ন হয়েছে-দেশের জন্য সর্বস্বসমর্পনে আত্মনিবেদনের প্রতীতি দৃঢ়তর হয়েছে। সময়টা সম্ভবত ১৯২৮ থেকে ১৯৩১। সমকালীন রাজনৈতিক পঙ্কিলতা ও কলুষতা সংকীর্নতা দ্বারা বারবার আক্রান্ত হলেও লীলানাগ বা অনিল রায় মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাননি,মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি, দেশভাবনা থেকে বিরত হন নি।

১৯৩৯এর ১৩ই মে দেশব্রতে উৎসর্গিকৃত এই দুই মহৎ প্রানবন্ধনে আবিষ্ট হলেন।

১৯৩৯ এর জুন মাসে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করলে অনিল রায় এবং লীলা রায় সেইদলে যোগদান করেন এবংদলের ইংরাজী সাপ্তাহিক ফরোয়ার্ড ব্লক' সম্পাদনার ভার পড়ে লীলা রায়ের উপর।সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হওয়ায় দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব এসে পড়ে অনিল রায় লীলা রায়ের উপর।এই সময় দলের সাংগঠনিক কাজে এঁদের বাংলার বাইরেও বিভিন্ন রাজ্যে প্রায়শ যেতে হয়েছিল বলে জাতীয় পরিসরেও রাজনৈতিক পরিচিতি গড়ে উঠেছিল । আর তখন সুভাষবাদী আদর্শ প্রচারে দুর্জয় নিষ্ঠা ও সাহস অনিল রায়কে বিশিষ্টতা দিয়েছিল।

১৯৪১ সালে গৃহবন্দী সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান এবং বার্লিন থেকে তাঁর বেতার ভাষনে প্রকাশ পেল বৈদেশিক সাহায্যে স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা। ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ সরকার ফরয়ার্ড ব্লক সদস্যদের গ্রেপ্তার করতে আরম্ভ করল। এদিকে ইউরোপে যুদ্ধ ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে।

১৯৪২ ব্রিটিশ শ্রমিক নেতা ক্রীপসএর নেতৃত্বে এক মিশন এলেনভারতবর্ষে আসন্ন যুদ্ধে ব্রিটেনের পক্ষে ভারতবাসীর সমর্থন আদায় করতে । বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে আহ্বান জানানো হল আলোচনার জন্য ক্রীপস এর পক্ষ থেকে। কিন্তু ফরয়ার্ড ব্লককে নয় কারন 'organization has been actively coéôé-operating with enemy powers.'

১৯৪২ সালের ১৩ই মার্চ 'Fascist in India' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে ব্রিটিশ সরকারের সমর্থক ইংরাজী স্টেটসম্যান লিখল-' ...Nevertheless we all know that Bengal was the home of a small but convinced proéôéfascist party led by Mr. Subhas Chandra Bose.

It is the business of the Govt to round up the enemies of the country forthwith and put them to death. No quarter whatever should be given to them.....The penalty for traitors to India must be death–"

এই সম্পাদকীয় দেশের অগনিত সুভাষ-অনুগামীদের মধ্যে এক ত্রাসের সঞ্চার করল। অদ্ভুত ব্যাপার এইযে বামপন্থী নামধারী কম্যুনিষ্ট বন্ধুরা কলকাতার রাস্তার দেওয়ালে দেওয়ালে নেতাজী অনুগামীদের বিরুদ্ধে পোস্টার সেঁটে দিলেন 'shoot them'. ইতিমধ্যে ১৯৪১ সালের ২১ শে জুন জার্মানি সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমন করে বসায় ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের কাছে রাতারাতি 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে' রূপান্তরিত হল। এর আগে পর্যন্ত তাঁরা বলে আসছিলেন এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে 'এক পাইও নয় এক ভাইও নয়' হঠাত সেই যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তা করতে গিয়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে তাদের বাঁধল না। তাঁদের প্রচন্ড আক্রোশ গিয়ে পড়ল নেতাজী অনুগামীদের উপর। ইতিমধ্যেই শরৎচন্দ্র বসুকে সরকার অন্তরীন করে রেখেছে দক্ষিণ ভারতের কুনুর এ।

এ রকম এক ভয়াবহ পরিস্তিতিতে অনুগামীদের মনে সাহস যোগাতে এগিয়ে এলেন দেশনেত্রী। বলিষ্ঠ উচ্চারনে প্রতিবাদ করেছিলেন বিপ্লবী নায়িকা লীলা রায়। জবাব দিয়েছিলেন বিনিদ্র রজনীতে রচিত শানিত লেখনীতে-We shall not stand it. ১৯৪২ এর ১৯শে মার্চ থেকে পর পর তিনদিনে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এই প্রবন্ধটি। কিন্তু এরপর ১৯৪২ সালেই অনিল রায় ও লীলা রায় গ্রেপ্তার হন। শোনা যায় আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন ইম্ফলের দ্বারপ্রান্তে তখন নেতাজী চেষ্টা করেছিলেন তাঁর এই নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত অনুগামীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে কিন্তু দূর্ভাগ্য তাঁরা দুজনেই তখন জেলে বন্দী।

সিমলা কনফারেন্স এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আটক কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা ছাড়া পেলেও লীলা রায় এবং অনিল রায়কে মুক্তি দিতে রাজী নয় সরকার। লীলা রায়কে দিনাজপুর এবং অনিল রায়কে দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে বের করে আনার ডাঃ অতীন বসুর গোপন পরিকল্পনাও ভেস্তে গেল কোনভাবে সরকার আগেভাগে জেনে যাওয়ায়। ফলে অতীন্দ্রনাথ বসু গ্রেপ্তার হলেন এবং সামরিক বাহিনীকে জ্জেলের পাহারাদারিতে ডাকা হোল। যাহোক প্রায় চার বছর পর ১৯৪৬ এ জেল থেকে ছাড়া পেয়েই তাঁরা আবার ত্রান ও পুনর্বাসনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ১০ই অক্টোবর লক্ষ্মীপূজর দিন নোয়াখালীর ঘটনার শুরু, সংবাদপত্রে এ খবর প্রকাশিত হয় প্রায় এক সপ্তাহ পরে। খবর পেয়েই ১৪ই অক্টোবর লীলা রায় তাঁর 'ন্যাশনাল সার্ভিস ইনস্টিস্ট্যুট'এর কয়েকজন কর্মীদের নিয়ে ছুটলেন নোয়াখালীতে। কিন্তু অবস্থা এমনই ছিল যে ৯ই নভেম্বর প্রথম ত্রানশিবির খুলতে পারা যায় সর্বাপেক্ষা উপদ্রুত রামগঞ্জে।

সিমলা কনফারেন্স এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আটক কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা ছাড়া পেলেও লীলা রায় এবং অনিল রায়কে মুক্তি দিতে রাজী নয় সরকার। লীলা রায়কে দিনাজপুর এবং অনিল রায়কে দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে বের করে আনার ডাঃ অতীন বসুর গোপন পরিকল্পনাও ভেস্তে গেল কোনভাবে সরকার আগেভাগে জেনে যাওয়ায়। ফলে অতীন্দ্রনাথ বসু গ্রেপ্তার হলেন এবং সামরিক বাহিনীকে জ্জেলের পাহারাদারিতে ডাকা হোল। যাহোক প্রায় চার বছর পর ১৯৪৬ এ জেল থেকে ছাড়া পেয়েই তাঁরা আবার ত্রান ও পুনর্বাসনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।১০ই অক্টোবর লক্ষ্মীপূজর দিন নোয়াখালীর ঘটনার শুরু, সংবাদপত্রে এ খবর প্রকাশিত হয় প্রায় এক সপ্তাহ পরে। খবর পেয়েই ১৪ই অক্টোবর লীলা রায় তাঁর 'ন্যাশনাল সার্ভিস ইনস্টিস্ট্যুট'এর কয়েকজন কর্মীদের নিয়ে ছুটলেন নোয়াখালীতে। কিন্তু অবস্থা এমনই ছিল যে ৯ই নভেম্বর প্রথম ত্রানশিবির খুলতে পারা যায় সর্বাপেক্ষা উপদ্রুত রামগঞ্জে। গান্ধীজী নোয়াখালী পৌঁছনোর পূর্বেই লীলারায় উপদ্রুত এলাকায় গিয়ে সাহস করে প্রতিদিন মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে ভীত সন্ত্রস্থ গ্রামগুলিতে ঘরেঘুরে চারশোর বেশি মহিলাকে উদ্ধার করেন।তাঁর কাজের প্রশংসা করে গান্ধীজি তাঁকে ৩১.১২.৪৬ তারিখে এক পত্রে লিখেছিলেন — " Your note– of course– as was expected of you – you are doing good work. Finish what you have in hand. When you return and we meet –we shall compare notes. I have read your appeal in the papers. Bapu." যদিও নিজস্ব ভক্ত পরিবৃত তাঁর নোয়াখালীতে ঐতিহাসিক পদযাত্রায় মহাত্মা যে লীলা রায় এবং অনিল রায়কে সঙ্গে নিতে চান নি,অনুমান করা যায় অনিল রায়কে ২২/১২/৪৬ তারিখে মহাত্মার নির্দেশে নির্মল কুমার বসুর লিখিত জবাবী পত্রে।

সুভাষচন্দ্রের ভাবাদর্শে অনুপ্রালিত লীলা রায় অনিল রায় দেশবিভাগের বিরোধিতা করছিলেন তীব্রভাবে। সেই সময় অনিল রায় জয়শ্রী পত্রিকায় লিখেছিলেন-'দুই জাতিত্বকে,দুই জাতির মধ্যে ব্যবধান ও পার্থক্যকে যারা বিশ্বাস করতে চান, আঁকড়ে থাকতে চান, তারা থাকুন।' এই মতবাদ লীগ প্রচার করেছেন, কংগ্রেস ও প্রকারান্তরে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু নেতারা যাই বলুন বা করুন,ইতিহাসের গতিকে তারা ঠেকাতে পারবেন্ না। পূর্বেই আলোচনা করেছি, দুই জাতিতত্ত্ব বাস্তবের ধাক্কায় ইতিমধ্যেই টলমল করে উঠেছে। ঘটনার গতি একে একদিন বিলুপ্তির পথে পাঠাবেই।

সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেবার লোক থাকবে না তা বলছিনে। থাকবে চিরকালই। স্বার্থান্বেষীও থাকবে ধর্মান্ধতাকে অপব্যবহার করে দরিদ্রের শোষণ করবারজন্য, বিত্তশালীর ভোগবিলাসের ইমারতকে পোক্ত করবারজন্য। কিন্তু তাতে ইতিহাসের গতি পাল্টাবেনা।মানুষকে মানবিক মর্যাদাদান করে যারা গনতন্ত্রের পথ রচনা করতে চান তাঁরা এগিয়ে যাবেন। তাঁদের কাছে সংখ্যালঘু বা সংখ্যাধিক্যের প্রশ্ন ধর্মকে নিয়ে নয়, শোষককে নিয়ে,বিত্তবান ও বিত্তহীনকে নিয়ে। নতুন মানবতার দুন্দুভি একদিন বেজে উঠবেই। সেদিন হিন্দুমুসলমান আর সংখ্যালঘু-সংখ্যাগরিষ্টের এই সাম্প্রতিক কোলাহল মিলিয়ে যাবে।সেদিন জনতা এগিয়ে আসবে। তাদের জাতি থাকবে না,ধর্মবিদ্বেষ থাকবে না। শুধু থাকবে এই চিরন্তন কথাটা যে তাঁরা মানুষ।আজকের সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যালঘু সবাইকে এই কথাটা স্মরন রাখা প্রয়োজন। (জয়শ্রী,১৩৫৪, ভারতবর্ষের সংখ্যালঘুঃ অনিল রায়)

তবু দেশবিভাগ হল। দেশবিভাগের পর তারা ঢাকায় থেকে যাওয়ার মনস্থ করেন । লীলা রায় গঠন করলেন National Women Solidarity Council. কিন্তু ক্রমে পাকিস্তান সরকারের চক্ষুশূল হয়ে পড়লেন এবং সন্দেহভাজনের তালিকায় চলে গেলেন।জয়শ্রী পত্রিকা নিষিদ্ধ হল। বাধ্য হয়ে কোলকাতায় চলে আসেন প্রিয় শহর প্রিয় দেশ ছেড়ে। উভ্য়ের কর্মকান্ডের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠল কোলকাতা।

লীলা রায় উদ্বাস্তু এবং দুস্থ মহিলাদের পুনর্বাসনের কর্মকান্ডে নিজেকে সঁপে দিলেন। ১৯৪৭ এ প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের বোম্বাই অধিবেশনে তিনি মহিলা সাহিত্য শাখার সভানেত্রী পদ অলংকৃত করেছিলেন।

কিন্তু তাঁদের তের বছরের বিবাহিত জীবনের আকস্মিক পরিসমাপ্তি হল .১৯৫২ সালে কর্কট রোগে অনিল রায়ের মৃত্যু হওয়ায়, মাত্র একান্ন বছরয়সে।প্রায় উনত্রিশ বছরের সংগ্রামের সাথী সহযোদ্ধা চলে গেলেন হঠাৎ সব শূণ্য করে । সুভাষবাদের এই একনিষ্ঠ অনুগামী ও ব্যাখ্যাকার মনস্বী কারাবাসে থাকাকালীন রচনা করেছেন-'সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ, নেতাজীর জীবনবাদ এবং 'What Netaji stands for' ধর্ম ও বিজ্ঞান প্রমুখ গ্রন্থ ।তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন-নেতাজীর পথই ভারতের সামনে একমাত্রপথ এবং বিপ্লবী বা সমাজবাদী হতে গেলে মার্ক্সবাদী হওয়া অপরিহার্য নয়। যেমন অপূর্ব রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে পারতেন তিনি তেমনই ছিল তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা, স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবী প্রয়াত সাংসদ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সমর গুহের মতে- এই বিচিত্রকর্মা পুরুষের অকাল প্রয়াণ সমন্বয়- সমৃদ্ধ ভারতীয় সাধনায় অকস্মাৎ ছেদ টেনে দিয়েছে। এ ক্ষতি শুধু একটি রাজনৈতিক দলের নয় , সারা ভারতেরই অপূরণীয় ক্ষতি।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

জমি বিবাদে তৃণমূল সমর্থকের গাছ কাটলেন দলীয় কর্মী! পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের বানপুর মাটিয়ারি এলাকায় জামিলউদ্দিন মণ্ডল নামে পেশায় কৃষক এক ব্যক্তি তাঁর চাষের জমিতে কলাগাছ, পাটগাছ ও কিছু সেগুন গাছ লাগিয়েছিলেন। ফলন্ত কলাগাছে কলার কাঁদিগুলো বেশ বড়ই হয়েছিল। আর কয়েকদিন পরেই তিনি কলাগুলি বাজারে বিক্রির পরিকল্পনা করেছিলেন। কৃষকের সেই আশা আর পূর্ণ হল না। কারণ রাতের অন্ধকারে নির্বিচারে কলাগাছ, পাটগাছ ও সেগুন গাছগুলো কেটে দেয় দুষ্কৃতীরা।

কৃষক জানিয়েছেন, দিন পাঁচেক আগে কে বা কারা ফলন্ত ২০০ কলা গাছকে কেটে পুরোপুরি নষ্ট করে দেয়। পাশাপাশি প্রায় ১০ কাঠা জমির পাটগাছ ও বেশ কয়েকটি সেগুন গাছ কেটে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক জামিলউদ্দিন মণ্ডলের আরও অভিযোগ, তাঁর পার্শ্ববর্তী জমির কৃষক রাতিম মণ্ডল ও মাম বিশ্বাসের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁর ঝামেলা চলছিল জমি সংক্রান্ত বিষয়ে। সেই ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকেই তাঁর ফলন্ত কলাগাছ এবং বিস্তর জমির পাটগাছ ও সেগুন গাছ কেটে নষ্ট করেছেন ওই দুই অভিযুক্ত ব্যক্তি।

জামিলউদ্দিনের আরও অভিযোগ ঘটনার পর তিনি কৃষ্ণগঞ্জ থানায় দুই অভিযুক্তর নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। প্রায় পাঁচ দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসনের তরফে থেকে কেউ তদন্তে আসেনি। যদিও এই ঘটনার পরেই তিনি থানায় অভিযোগ করেছিলেন তা সত্ত্বেও পুলিশ না আসায় তিনি ক্ষোভ উগড়ে দেন। যদিও অভিযুক্তদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাদের দেখা না পাওয়া যাওয়ায় প্রতিক্রিয়াও পাওয়া যায়নি।

তৃণমূল সমর্থক জামিলউদ্দিন মণ্ডলের আরও অভিযোগ, যেহেতু অভিযুক্ত রাতিম মণ্ডল ও মাম বিশ্বাসও তৃণমূল কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে যুক্ত, সম্ভবত সেই কারণেই এখনও পর্যন্ত থানা থেকে কোনও উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হয়নি। ক্যামেরার মুখোমুখি হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক জামিলউদ্দিন মণ্ডল জানালেন, তিনি যথেষ্ট প্রাণভয়ে রয়েছেন, কারণ তিনি দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। এমনকি তিনি এটাও বলেন, এই ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তরা হাসুয়া নিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ও ভয় দেখাচ্ছেন।

একদিকে তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে অপরদিকে পুলিশ কোনও সদর্থক পদক্ষেপ না নেওয়ায় যথেষ্ট আতঙ্কে রয়েছে তিনি ও তাঁর পরিবার। অপরদিকে এই বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি কী ভাবে তিনি পরিশোধ করবেন সেই নিয়ে দুশ্চিন্তায় ঘুম উঠেছে এই গরিব কৃষকের। যদিও এই বিষয় নিয়ে বিস্তর রাজনৈতিক চাপানউতোর ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে এলাকায়। কৃষ্ণগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'অবশ্যই পুলিশের তদন্ত করে দেখা উচিত ছিল। কেন যায়নি সেটা আমি খোঁজখবর নিয়ে দেখব।'

বিরোধীদলের নেতাকে প্রশ্ন করা হয় একদিকে ফসল নষ্ট অন্যদিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে তদন্তে না যাওয়া নিয়ে কী বলবেন? বিজেপি নেতা অমিত প্রামাণিক বলেন, এটাই তৃণমূল? বিরোধীদলের মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়। তৃণমূলের ফোন করলেই বিজেপি লোকগুলোকে গ্রেপ্তার করে তাদের ভয় দেখানো হয়। বিরোধীদের কেউ যদি কোনও একটা ছোট ঘটনায় সঙ্গে জড়িত থাকত তা হলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ব্যবস্থা নিত। বিজেপি ব্লক নেতা অমিত প্রামাণিকের মতে, আবারও প্রকাশ্যে শাসকদলের দলীয় গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে এল।

ডেবরায় গ্যাস ট্যাঙ্কার বিস্ফোরণে জখম ৭

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: শনিবার সকালে ডেবরার অর্জুনি এলাকায় জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা গ্যাস ট্যাঙ্কারে বিস্ফোরণের ঘটনায় ৭ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ওই গ্যাস ট্যাঙ্কারের কাজ করানোর জন্য গাড়ির চালক ডেবরা ব্লকের ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের অর্জুনি এলাকায় একটি গ্যারাজে নিয়ে যান। গাড়িটি গ্যারাজে রাখার কিছুক্ষণ পরেই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বিকট শব্দে কেঁপে উঠে পুরো এলাকা। আতঙ্কে বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে স্থানীয় মানুষজন।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

কারণ দর্শানোর নোটিশ এবং শুনানির নোটিশ

এতদ্বারা অবগত করা হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত সারণিতে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপকের উদ্দেশ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ (এসসিএন) এবং শুনানির নোটিশ (এইচএন) ইস্যু করা হয়েছে। যাহোক, এসসিএন এবং এইচএন ক্রম নং ১ এবং এইচএন ক্রম নং ২ এর প্রাপককে এসপিএডি মারফত তাদের নথিভুক্ত সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় বন্টন করা যায়নি।

ক্রম নং	নোটিশ প্রাপকের নাম	নোটিশ প্রাপকের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানা	মামলা নাম	কারণ দর্শানোর নোটিশের তারিখ এবং নং
১.	স্মার্ট ইনফ্লাপ্রপার্টিজ প্রা লি (প্যান : AAQCS6937F)	**ঠিকানা ১:** এই-৩২৬, সল্ট লেক সিটি, সেক্টর ১, একতলা, কলকাতা: ৭০০০৬৪। **ঠিকানা ২ :** এল৩১, সিলভার পয়েন্ট, বিদ্যা ভারতী স্কুলের বিপরীতে, ভাতার রোড, সুরাত -৩৯৫০০১	ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া -ক্রিসান্ডা সলিউশনস লি এর সম্পর্কিত	কারণ দর্শানোর নোটিশ নং এইবিআই/ইএডি-২/এনএইচ/ওয়াই কে/৩৮৪৩৪, তারিখ ১২ ডিসেম্বর ২০২৪
২.	যুবিকা ট্রেডউইং এলএলপি (প্যান : AABFY4620R)	**ঠিকানা ১ :** সি৪/১২, শান্তি বিহার, সি-৩/৪ সিএইচএস লি, শান্তি বিহার, মীরা রোড ইস্ট, থানে-৪০১১০৭। **ঠিকানা ২ :** বি-২০৪ ছায়া লোধা হেভেন কল্যাণ শিল, নীলে ডোম্বিভ্যালি ই, থানে-৪২১২০১। **ঠিকানা ৩ :** ৩০৪, মৈত্রী প্ল্যানেট এনএক্স বিল্ডিং , এ উইং, সেক্টর ৩৫১, গণেশ মন্দিরের নিকট, মুম্বই ৪১০২১০। **ঠিকানা ৪ :** ২২৬/২২৭, ম্যাজেস্টিক শপিং সেন্টার, ৩য়তল, জেএসএস রোড, মুম্বই -৪০০০০৪		

নোটিশ প্রাপককে -সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া, প্লট নং সি৪-এ, জি ব্লক, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, মুম্বই - ৪০০৫১ ঠিকানায় **১৬ জুন ২০২৫ তারিখে বিকেল ৩টায়** শুনানির এক সুযোগ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

নোটিশ প্রাপককে আরও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সংশ্লিষ্ট এসসিএন সংগ্রহ করতে- অনুসন্ধান এবং ব্যবস্থা গ্রহণ বিভাগ-২, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া, প্লট নং সি৪-এ, জি-ব্লক, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, মুম্বই -৪০০০৫১ ঠিকানা থেকে। সংশ্লিষ্ট এসসিএন নোটিশ এর কপি সংগ্রহ করা যাবে সংস্থার ওয়েবসাইট (www.sebi.gov.in) ''আনসার্ভড সমনস/নোটিশেস'' শীর্ষক অধীন থেকে বা এসইএন কপি পাওয়া যাবে jais@sebi.gov.in অনুরোধ পাঠিয়ে (এও) এবং yashk@sebi.gov.in (ডিলিং অফিসার)। নোটিশ প্রাপক অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শুনানির ইচ্ছা করলে তা উক্ত ইমেলে জানাতে পারেন।

কোনও কারণে উত্তর গৃহীত না হলে বা নোটিশ প্রাপক বা তার প্রতিনিধি শুনানির সময় উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে সেবি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে প্রাপ্ত নথিতথ্যের ভিত্তিতে।

জয় সোবাস্টিয়ান
স্থান : মুম্বই — অ্যাডজুডিকেটিং অফিসার

CBC 15204/11/0060/2526

DUKE COMMERCE LIMITED

CIN : L51909WB1982PC035425
Registered Office : Hongkong House, 1st Floor, 31 B. B. D. Bagh (S), Kolkata - 700001
Phone : (033) 22488891/92, **E-mail :** duke.commerce@yahoo.com

Statement of Standalone Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2025 (Rs In Lakhs)

Sl No.	Particulars	Quarter ended 31/03/2025 (Refer Note 4) Audited	Quarter ended 31/12/2024 Unaudited	Quarter ended 31/03/2024 Audited	Year Ended 31/03/2025 Audited	Year Ended 31/03/2024 Audited
1	**Income from operations**					
	(a) Revenue from Operations					
	Interest Income	18.25	16.17	263.04	60.90	264.71
	Dividend Income	-	79.79	0.00	108.82	79.03
	Net gain on fair value changes	6.95	4.39	10.01	26.46	12.93
	Total Revenue from Operation	25.20	100.35	273.05	196.18	356.68
	(b) Other Income (Provison written back)	-	-	400.00	-	400.00
	Total Income from operations (a+b)	**25.20**	**100.35**	**673.05**	**196.18**	**756.68**
2	**Expenses**					
	a) Finance Costs	-	-	-	-	-
	b) Impairment on Financial Instruments	-	0.19	(0.01)	1.35	0.26
	c) Employees benefit expenses	2.93	4.43	3.04	8.33	7.11
	d) Depreciation and amortisation expense	0.41	0.40	0.28	1.46	1.27
	e) Other expenditure	1.20	0.56	1.13	3.56	4.53
	Total expenses	**4.54**	**5.58**	**4.44**	**14.70**	**13.17**
3	**Profit/(Loss) before tax (1-2)**	20.66	94.77	668.61	181.48	743.50
4	**Tax Expenses**	48.57	-	47.50	48.57	47.25
5	**Profit/(Loss) for the period (3-4)**	(27.91)	94.77	621.11	132.91	696.25
6	**Other Comprehensive Income**					
	(i) Items that may be reclassified to profit or loss (net of tax)	-	-	-	-	-
	(ii) Items that will not be reclassified to profit or loss (net of tax)	(1,011.96)	(1,142.63)	(2,352.85)	4,760.16	12,926.46
	Total comprehensive income/ (loss) for the period (net of tax)	**(1,011.96)**	**(1,142.63)**	**(2,352.85)**	**4,760.16**	**12,926.46**
7	**Total Comprehensive Income/ (loss) for the period**	**(1,039.87)**	**(1,047.86)**	**(1,731.74)**	**4,893.07**	**13,622.71**
8	**Paid up Equity Share Capital of Rs. 10/- each**	**95.66**	**95.66**	**95.66**	**95.66**	**95.66**
9	**Other Equity**	-	-	-	**32,272.17**	**27,379.10**
10	**Earnings/ (loss) per Equity Share of face value of Rs. 10/- each**					
	(a) Basic	(2.92)	9.91	64.93	13.89	72.78
	(b) Diluted	(2.92)	9.91	64.93	13.89	72.78
		(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Annualised)	(Annualised)

NOTES:
1. The above results has been reviewed and recommended by Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 23rd of May, 2025.
2. The Company is engaged primarily in the business of Investing and accordingly there are no separate reportable segments as per Ind AS 108 dealing with Operating Segments.
3. The fianancial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under section 133 of Companies Act, 2013 read with companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 and relevant amendment rules there after.
4. The figures of the quarter ended 31st March, 2025 are the balancing figures between audited figures in respect of the full year and unaudited published figures upto third quarter of the relevant financial year.
5. The figure of the previous periods has been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to the classification for the quarter and year ended as on 31st March 2025.

"The above is an Audited Financial Rresults for the Quarter and Year ended March 31, 2025 filed with the stock exchanges pursuant to the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

The full format of Audited Financials Results along with Auditor's Report for the Quarter and Year ended March 31, 2025 is available on the stock exchange website (https://www.cse-india.com) and the company website (https://www.dukecommerce.org) and can also be accessed by scanning the Quick Response Code (QR Code) given in this publication."

Statement of Assets And Liabilities as on 31st March, 2025 (Rs In Lakhs)

	Particulars	As at 31-03-2025 (Audited)	As at 31-03-2024 (Audited)
(1)	**Financial Assets**		
(a)	Cash and Cash Equivalents	31.12	14.81
(b)	Loans	656.66	60.00
(c)	Investments	34,347.78	29,316.24
(d)	Other Financial Assets	-	0.49
		35,035.56	**29,391.53**
(2)	**Non-Financial Assets**		
(a)	Current Tax Assets (Net)	2.00	3.82
(b)	Property, Plant & equipment	1.50	1.59
	TOTAL ASSETS	**35,039.06**	**29,396.95**
	LIABILITIES AND EQUITY		
(1)	**Financial Liabilities**		
(a)	Other Financial Liabilities	0.29	0.36
		0.29	**0.36**
(2)	**Non-Financial Liabilities**		
(a)	Provisions	1.63	0.28
(b)	Deferred Tax Liabilities (Net)	2,669.31	1,921.56
		2,670.94	**1,921.83**
(3)	Equity		
(a)	Equity Share Capital	95.66	95.66
(b)	Other Equity	32,272.17	27,379.10
		32,367.83	27,474.76
	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	**35,039.06**	**29,396.95**

Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2025 (Rs In Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES :		
Profit / (Loss) before tax :	**181.48**	**743.50**
Adjustments :		
Dividend Income	(108.82)	(79.03)
Net gain on fair value changes -realised	(26.46)	(12.93)
Impairment on Financial Instruments	1.35	0.26
Depreciation and Amortisation	1.46	1.27
Operating Profit before Working Capital changes	**49.01**	**653.07**
Adjustments for (increae)/decrease in Operating Assets		
Loans	(596.66)	(104.45)
Other Financial Assets	0.49	(0.41)
Adjustments for increase/(decrease) in Operating Liabilities		
Other Financial Liabilities	(0.07)	0.11
Cash generated from operations	**(547.24)**	**548.31**
Income taxes paid (net of refunds)	(43.91)	(41.50)
Net Cash Inflow/(Outflow) from Operating Activities	(591.15)	506.81
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :		
Purchase of Investments	(290.00)	(870.00)
Purchase of Fixed Assets	(1.36)	(2.43)
Sale of Investments	765.74	210.44
Dividend Income	108.82	79.03
Net gain on fair value changes -realised	24.26	3.13
Net Cash Inflow/(Outflow) from Investing Activities	607.46	(579.82)
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Net Cash Inflow/(Outflow) from Financing Activities	-	-
NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND BANK BALANCES	16.31	(73.01)
Add: Cash and cash equivalents at beginning of the year	14.81	87.82
Cash and cash equivalents at end of the year	31.12	14.81

Place : Kolkata
Date : 23rd May, 2025

For and on behalf of the Board of Directors
DUKE COMMERCE LIMITED
GAURAV AGARWALA
MANAGING DIRECTOR
DIN : 00201469

শিল্পের জমিতে শিল্পই চাই দাবিতে বন্ধ কারখানার গেটে বিক্ষোভ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শিল্পের জমিতে কোনও প্রোমোটারি নয়, শিল্পের জমিতে শিল্পই চাই, এই দাবিতে এবার বন্ধ কারখানার গেটে বিক্ষোভ অবস্থান শুরু করল তৃণমূল। শনিবার সকাল থেকে বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের দেশবাঁধ এলাকায় থাকা একটি বন্ধ সার কারখানার সামনে এই বিক্ষোভ অবস্থান শুরু করেন তৃণমূল কর্মীরা। সম্প্রতি ওই বন্ধ কারখানার জমি প্লট করে প্রোমোটিং করার অভিযোগ ওঠে। আর তারপরেই আন্দোলনে নামার ডাক দেয় তৃণমূল।

বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের দেশবাঁধ এলাকায় ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে প্রায় সাড়ে তিনশো বিঘা জমি অধিগ্রহণ করে আশির দশকের শেষ দিকে গড়ে ওঠে একটি সার কারখানা। এলাকায় কারখানা হলে স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান হবে এই আশায় অত্যন্ত কম দামে কারখানা কর্তৃপক্ষের হাতে জমি তুলে দিয়েছিলেন স্থানীয় খামারবেড়িয়া, দেশবাঁধ, পুঞ্চা সহ আট থেকে দশটি গ্রামের মানুষ। কারখানা চালু হলে এলাকার কয়েকশো মানুষের কাজও মেলে। কিন্তু এক দশক যেতে না যেতেই বিভিন্ন কারণে সেই কারখানার গেটে তালা পড়ে। দীর্ঘদিন বন্ধ অবস্থায় পড়ে থাকা কারখানা থেকে চুরি হয়ে যায় যন্ত্রপাতি। মাটিতে মিশে যায় কারখানার বিশাল সীমানা পাঁচিল। ঝোপঝাড়ে ঢাকা পড়ে যায় পরিত্যক্ত কারখানা চত্বর। সম্প্রতি ওই কারখানা চত্বরে গজিয়ে ওঠা ঝোপঝাড় বুলডোজার দিয়ে পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয়। আর তাতেই সন্দেহ বাড়ে স্থানীয়দের।

স্থানীয়দের একাংশের দাবি, বেশি মুনাফার লোভে বন্ধ কারখানার ওই জমি প্লট করে প্রোমোটিং করার চেষ্টা চালাচ্ছেন বর্তমান জমির মালিক। বিষয়টিতে শাসক যোগের অভিযোগে সরব হন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। আর এরপরই তড়িঘড়ি আন্দোলনে নামে তৃণমূল। শিল্পের ওই জমিতে প্রোমোটিং বরদাস্ত নয়, সেখানে শিল্পই স্থাপন করতে হবে এই দাবি তুলে এদিন সকাল থেকে আন্দোলনে নামেন তৃণমূলের ওন্দা ব্লকের নেতা কর্মীরা। বন্ধ কারখানার গেটে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা। বন্ধ কারখানা চত্বরে ঝোপঝাড় পরিষ্কারের কাজে ব্যবহৃত বুলডোজারকেও ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, শিল্পের জমিতে কোনও ভাবেই এই প্রোমোটিং বরদাস্ত করা হবে না।

বিকল্প চাষে লাভবান পূর্ব বর্ধমানের চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: প্রথাগত চাষ থেকে সরে এসে বিকল্প চাষে লাভবান হচ্ছেন শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমানের চাষিরা। জেলার ভাতার ব্লকের মাহাতা অঞ্চলের ঝাড়ুল, দেবপুর,মাহাতা প্রভৃতি এলাকায় বিস্তীর্ণ মাঠ জুড়ে তরমুজ চাষ হয়েছে। আর দেদার বিক্রি হচ্ছে তরমুজ। স্থানীয় কৃষকরা জানিয়েছেন, এই এলাকায় আলু চাষ হয়। আগে আলু উঠে যাওয়ার পর সেই জমিতে তিল চাষ করতেন। বছর সাত আট ধরে তিল চাষ ছেড়ে দিয়ে তরমুজ চাষ করছেন। কারণ এতে লাভ হচ্ছে বহুগুণ বেশি। বিভিন্ন প্রজাতির উন্নতমানের বীজ কিনে এনে তরমুজ চাষ করছেন কৃষকরা। কয়েকশো বিঘা জমিতে তরমুজ চাষ হয়েছে। ক্যান্ডি,মেলোডি, টোকিয়া বঙ্কিম প্রভৃতি প্রজাতির সুস্বাদু তরমুজ উৎপাদন হচ্ছে ভাতার, আউশগ্রাম ব্লকের বিভিন্ন জায়গায়। পাশাপাশি কিছু জমিতে গ্রীষ্মকালীন ফসল খরমুজের চাষও করেছেন। কৃষকরা জানিয়েছেন, পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন বাজার থেকে পাইকারি ব্যবসায়ীরা তরমুজ ও খরমুজ কিনতে আসছেন। আবার কৃষকরা বলগোনা গুসকরা সড়ক পথের ধারে বসেও তরমুজ বিক্রি করছেন। সব মিলিয়ে ফসলের উৎপাদন ভালো। লাভও হচ্ছে প্রচুর। চাষিরাও বিকল্প চাষের দিশা দেখছেন। ধান ও আলু চাষের পাশাপাশি তরমুজ চাষেও লাভের মুখ দেখাও কৃষকরা খুশি। আউশগ্রাম ১ নম্বর ব্লকের কৃষি আধিকারিক দেবতনু মাইতি বলেন, এলাকার কৃষকরা চাষে বৈচিত্র্য আনতে ধান আলুর পাশাপাশি লাভজনক তরমুজ চাষেও জোর দিয়েছেন।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | इलाहाबाद ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **''যেখানে যেমন অছে'', ''যেখানে যা আছে'', এবং ''যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে'' ২৫.০৬.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বোরাল শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৪০,৫০,৩৮২.০০ টাকা** (চল্লিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার তিনশ বিরাশি টাকা) **২৮.০৫.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **মেসার্স সমীর ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রী নাসির উদ্দিন মোল্লা (স্বত্বাধিকারী/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা এ/সি মেসার্স সমীর ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস), (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা হোম লোন এ/সি শ্রী নাসির উদ্দিন মোল্লা এবং শ্রীমতী সাহিদা বিবি)**, পিতা মমিনউদ্দিন মোল্লা গ্রাম - ডাঙ্গা কাজিপাড়া, পো - বনহুগলি, থানা - সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১০৩ কাছ থেকে।

ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ১. মেসার্স সমীর ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বা : শ্রী নাসির উদ্দিন মোল্লা,** গ্রাম : ডাঙ্গা কাজিপাড়া, পো : বনহুগলি, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১০৩। **২. শ্রী নাসির উদ্দিন মোল্লা (স্বত্বাধিকারী/ বন্ধকদাতা/জামিনদাতা- এ/সি -মেসার্স সমীর ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস) (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/ জামিনদাতা-হোম লোন এ/সি- নাসির উদ্দিন মোল্লা এবং শ্রীমতি সাহিদা বিবি)** পিতা মমিনুদ্দিন মোল্লা, গ্রাম : ডাঙ্গা কাজিপাড়া, পো : বনহুগলি, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১০৩। **৩. শ্রী নাজির উদ্দিন মোল্লা (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা- এ/সি- মেসার্স সমীর ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস)** পিতা মমিনুদ্দিন মোল্লা, গ্রাম : ডাঙ্গা কাজিপাড়া, পো : বনহুগলি, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১০৩। **৪. শ্রীমতি সাহিদা বিবি (সহ ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/ জামিনদাতা-হোম লোন এ/সি-শ্রী নাসিরুদ্দিন মোল্লা এবং শ্রীমতি সাহিদা বিবি)** স্বামী নাসির উদ্দিন মোল্লা, গ্রাম : ডাঙ্গা কাজিপাড়া, পো : বনহুগলি, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১০৩। **খ) বোরাল শাখা।**	**সম্পত্তি ১:** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন নির্মিত জমির পরিমাণ কমবেশি ১ কাঠা ১০ ছটাক ৩০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : ডাঙ্গা, পরগনা-মাদানমোল্লা, খতিয়ান নং আরএস ৩৬৯ এবং এলআর খতিয়ান নং ৩০৭৫ এবং ৩০৭৬, আরএস দাগ নং ১১১ এবং এলআর দাগ নং ১২৫, জেএল নং ৬৪,তৌজি নং ১০৯, থানা : সোনারপুর, দান দলিল নং ৫৫১৭/২০১৪, **সম্পত্তি শ্রী নাসির উদ্দিন মোল্লা এবং নাজির উদ্দিন মোল্লা, পিতা মমিনুদ্দিন মোল্লা। চৌহদ্দি :** উত্তরে : দাগ নং ৯১, দক্ষিণে : ৬ ফুট সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : দাগ নং ১১১, পশ্চিমে : দাগ নং ১১১। **সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ কমবেশি ১ কাঠা ১১ ছটাক অবস্থিত গ্রাম ডাঙ্গা কাজি পাড়া, মৌজা : ডাঙ্গা, জেএল নং ৬৪, তৌজি নং ১০৯, আরএস দাগ নং ১১১, এলআর দাগ নং ১২৫, আরএস খতিয়ান নং ৩৬৯, এলআর খতিয়ান নং ৩০৪৪ এবং ৩০৪৫, বনহুগলি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধিক্ষেত্রে পো : বনহুগলি, থানা : সোনারপুর, বর্তমানে নরেন্দ্রপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১০৩, পশ্চিমবঙ্গ, সম্পত্তি দলিল নং ১-৩৯৩০/২০২১, **সম্পত্তি শ্রী নাসিরুদ্দিন মোল্লা এবং সহিদা বিবি এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : জমি আরএস দাগ নং ৯১, দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : অংশত জমি আরএস দাগ নং ১১১,(প্লট নং ডি/১), পশ্চিমে : অংশত জমি আরএস দাগ নং ১১১ (প্লট নং এফ এবং সি/২)।	**৪০,৫০,৩৮২.০০ টাকা** (চল্লিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার তিনশ বিরাশি টাকা) **২৮.০৫.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, মূল্য, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**সম্পত্তি : ১** **ক)(১) ১৫,৬৪,০০০.০০ টাকা (*)** (পনের লাখ চৌষট্টি হাজার টাকা) **(২) ৮,৭২,০০০.০০ টাকা** (আট লাখ বাহাত্তর হাজার টাকা) **খ) (১) ১,৫৬,৪০০.০০ টাকা** (এক লাখ ছাপান্ন হাজার চারশ টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে **(২) ৮৭,২০০.০০ টাকা** (সাতাশি হাজার দুশো টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ)(১) IDIB50340886156 (২) IDIB7089019247** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৫.০৫.২০২৫ থেকে ২৪.০৬.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৫.০৬.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত

ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।

দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ২১.০৪.২০২৫
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

hindware
home innovation limited

Scan the QR code to access the financial results

AUDITED CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2025

Based on the recommendations of the audit committee, the board of directors of Hindware Home Innovation Limited at it's meeting held on Saturday, 24 May 2025, had inter-alia considered and approved the audited financial results (consolidated and standalone) of the Company for the quarter and year ended 31 March 2025 ("Financial Results").

In compliance with Regulations 33 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), the aforesaid Financial Results are now being made available through Quick Response Code ("QR Code") and the same are also published on the website of the Company at www.hindwarehomes.com and the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

Place: Gurugram
Date: 24 May 2025

Sandip Somany
Chairman and Non-Executive Director
DIN: 00053597

Hindware Home Innovation Limited
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001 | Tel: 033-22487407/5668
Website: www.hindwarehomes.com | www.hindware.com | Email: investors@hindwarehomes.com | CIN : L74999WB2017PLC222970

বিদ্যুতের বিল কে মেটাবে? পথবাতি সত্ত্বেও অন্ধকারে পানাগড় বাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পথবাতি লাগানো হয়েছে প্রায় আট মাস আগে। পানাগড়ের বাইপাস থেকে দার্জিলিং মোড় পর্যন্ত। এছাড়াও পানাগড় বাজারের বিভিন্ন প্রান্তে আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় পথবাতি বসানো হলেও। সেই পথবাটি এখনও জ্বলেনি। ফলে সন্ধ্যা হলেই অন্ধকারে ডুবে যায় গোটা পানাগড় বাজার।

আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির পক্ষ থেকে লাগানো এই পথ বাতির বিদ্যুতের বিল কে দেবে সেই নিয়ে দেখা দেয় সমস্যা। সেই সমস্যা মেটানোর জন্য গত কয়েক মাস আগে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পানাগড় বাজারের ব্যবসায়ী সমিতি ও প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করা হয়। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় পানাগড় বাজারের ব্যবসায়ী সমিতি এই বিষয়ে উদ্যোগ নিয়ে তাঁরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহ করে সেই অনুদানের টাকায় বিদ্যুতের বিল মেটানোর ব্যবস্থা করবেন। সেইমতো আলোচনা হলেও আজও পর্যন্ত জ্বলল না একটিও পথবাতি।

এলাকার মানুষ জানিয়েছেন, গত প্রায় আট মাস আগে পথবাতিগুলি লাগানোর পর সেগুলি টেস্ট করার জন্য জ্বালানো হয়েছিল। কিন্তু সেই পথবাতি তারপর থেকে আজও জ্বলেনি বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। এই বিষয়ে পানাগড় চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক হারুন রশিদ খান জানিয়েছেন, বিদ্যুতের বিল দেওয়ার বিষয় নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। যার কারণে পানাগড় ডেভেলপমেন্ট কমিটি নাম দিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয় যেখানে কাঁকসার পঞ্চায়েত সহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকেও যোগ করা হয়। এরপর বিদ্যুৎ দপ্তরে এই বিষয়ে তারা আবেদন জানালে বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে সিকিউরিটি ডিপোজিটের টাকা জমা দেওয়ার কথা বলা হয়। আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির কাছে সেই টাকার অনুমোদন চাওয়া হলেও, তা এখনও মেলেনি বলে অভিযোগ। সিকিউরিটি ডিপোজিটের টাকা পাওয়া গেলেই আলোর ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

যদিও এই বিষয়ে আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান কবি ঘোষ জানিয়েছেন, এই বিষয়ে তাঁর কিছুই জানা নেই। তাঁদের দায়িত্ব প্রকল্পের কাজ করে দিয়ে সেটা স্থানীয় প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া। কেন এখনও জ্বলেনি সেই বিষয়টি তিনি খোঁজ নিয়ে তবেই জানাতে পারবেন বলে জানিয়েছেন। তবে যাতে দ্রুত পথবাতিগুলি জ্বালানো যায় তার ব্যবস্থা করবেন বলে জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের একাধিক ড্রোন ভারতের আকাশে! শুরু তদন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রাতের অন্ধকারে ভারতের আকাশে ড্রোন। প্রাথমিক অনুমান, বাংলাদেশের দিক থেকে একাধিক ড্রোন ভারতের আকাশে চলে আসে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এবং বিএসএফ গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে মহকুমার হাসনাবাদের ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত কাঁটাখাল এলাকায়।

এলাকার মানুষের দাবি, শুক্রবার রাতে কাটাখাল সেতুর ওপরে বেশ কয়েকজন যুবক বসে আইপিএলের খেলা দেখছিলেন। সেই সময় বাংলাদেশ থেকে একটি ড্রোন উড়ে সীমান্ত পার হয়ে ভারতের কাঁটাখাল এলাকায় আসে। প্রত্যক্ষদর্শী যুবকরা তৎক্ষণাৎ মোবাইল ক্যামেরায় সেই ছবি ক্যামেরাবন্দি করে। ঘটনা জানাজানি হতেই পাশাপাশি এলাকার মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্ক তৈরি হয়। এরপর আরও দুটো ড্রোন বাংলাদেশের দিক থেকে ভারতে আসে এবং সীমান্ত এলাকার ঘুরে আবার চলে যায় বলে দাবি তাঁদের।

খবর দেওয়া হয় হাসনাবাদ থানার পুলিশকে। তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে হাজির হয় হাসনাবাদ এবং হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে আসেন স্থানীয় ক্যাম্পের বিএসএফরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রীতিমতো আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পুলিশ এবং বিএসএফ উভয় পক্ষ থেকে পুরো বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

উৎসর্গ কর্মসূচিতে রক্তদান পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নির্দেশে 'উৎসর্গ' কর্মসূচির মাধ্যমে কাঁকসা থানার উদ্যোগে পানাগড় বাজারে একটি ক্লাবে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন এই রক্তদান শিবিরে পুলিশ কর্মীরা ও কাঁকসা থানার সিভিক ভলান্টিয়াররা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে উৎসাহের সঙ্গে রক্তদান করেন। পাশাপশি এদিন এলাকার মানুষও এই রক্তদান শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এদিন পুরুষ ও মহিলা মিলে প্রায় ৬০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন।

এদিন এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান কবি ঘোষ, কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল, কাঁকসার আইসি প্রসূন খাঁ, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য, জেলা পরিষদের সদস্য সমীর বিশ্বাস, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নবকুমার সামন্ত ও কুলদীপ সরকার, কাঁকসা পঞ্চায়েত প্রধান সুমনা সাহা, উপপ্রধান উজ্জ্বল মল্লিক, কাঁকসার বিডিও পর্ণা দে, গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীনন্দা রায় মহান্তি, উপপ্রধান গণেশ চন্দ্র মণ্ডল, আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নাসিম আলি মীর, পানাগড় আরপিএফ পোস্টের ওসি, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, গলসির বিধায়ক নেপাল ঘরুই সহ অন্যান্যরা।

সামান্য বৃষ্টিতেই এক হাঁটু কাদা জল, বিনা সমাধানে ভোট বয়কটের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বেহাল রাস্তায় সামান্য বৃষ্টিতেই জমে যায় এক হাঁটু কাদা জল। চরম সমস্যায় পড়েছেন বামনগোলা ব্লকের মদনাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোলাবাসনা উত্তরপাড়া গ্রামের প্রায় কয়েক হাজার বাসিন্দা। শনিবার এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে কাদা রাস্তার ওপরে বসে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামের মহিলারা।

বিক্ষোভকারী স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ, একের পর এক নির্বাচন পেরিয়ে গেলেও প্রতিশ্রুতি ছাড়া কোনও কাজই হয়নি। গ্রামের শেষ প্রান্তে প্রায় পৌনে এক কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা পুরোটাই বেহাল। একাধিকবার পরিদর্শন করে গিয়েছেন এলাকার জনপ্রতিনিধি ও সরকারি আধিকারিকরাও। সমস্যার সমাধান হয়নি এখনও। গত দু'দিন আগে সামান্য বৃষ্টি হয়েছিল এলাকায়। তাতেই পুরো রাস্তায় কাদা জমে ব্যাহত হয় যোগাযোগ ব্যবস্থা। গ্রামের বাসিন্দারা রেহেনা বিবি, মাফিজুল শেখ জানিয়েছেন, 'এই রাস্তা দিয়ে বহু ছাত্রছাত্রী যাতায়াত করে, তাদের সমস্যা হয়। গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া যায় না। আমাদের রাস্তা সংস্কার না করে দিলে আগামী দিনে আমরা গ্রামবাসী মিলে ভোট দেব না, ভোট বয়কট করব।'

এদের বিক্ষোভকারী অধিকাংশ মহিলাদের বক্তব্য, এলাকার একমাত্র রাস্তাটি বেহাল হয়ে থাকার কারণে রীতিমতো জীবনে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় বলেও এলাকার একমাত্র রাস্তাটি নতুন ভাবে তৈরি হয় নি। সামনের বছর আরও একটি নির্বাচন আসতে চলেছে। আবারও হয়তো নতুন রাস্তা তৈরি করার প্রতিশ্রুতি মিলবে। কিন্তু এবারে রাস্তা তৈরি না হলে ভোট বয়কটের পথে হাঁটবেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন।

মদনাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের উপপ্রধান অভিজিৎ রায় জানিয়েছেন, ওই এলাকার রাস্তা তৈরির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে ৩০টি পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চলের মাদারবুনি বাগদি পাড়ার ১৩৫ নম্বর বুথের প্রায় ৩০টি পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের ঝান্ডা হাতে নিল।

শুক্রবার রাত ৮ টা নাগাদ দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চলে। এই প্রসঙ্গে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চলের তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ জানান, মাদার বুনি বাগদি পাড়ার ১৩৫ নম্বর বুথের বেশ কিছু পরিবার ভুল বুঝে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। এখন তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে তৃণমূলের উন্নয়নের জোয়ারে সামিল হতে তৃণমূলের ঝান্ডা হাতে ধরলেন। এর পাশাপাশি এই দিনের এই অনুষ্ঠান মঞ্চে অঞ্চলের মাদারবুনি বাগদী পাড়ার প্রায় ৩০ টি পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের ঝান্ডা হাতে নিল। বিজেপি ছেড়ে আসা তৃণমূলে যোগদানকারী সদস্যদের হাতে তৃণমূলের ঝান্ডা তুলে দিলেন দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক সভাপতি শতদ্বীপ ঘটক, অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ ও গোগলা পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামল বাগদি। সদ্য বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানকারী এক সদস্য জানান, শাসক দল তৃণমূল সব সময় সুখে-দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, সে কারণেই তৃণমূলের উন্নয়নকে পাথেয় করেই তাদের এই দলত্যাগ। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের যোগদানকারী সদস্যদের হাতে তৃণমূলের ঝান্ডা তুলে দেওয়ার সময় তাঁদেরকে সংবর্ধনাও জানানো হয়। তৃণমূলের তরফে করানো হয় মিষ্টিমুখও।

পুলিশের 'সহায়' কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের নির্দেশে জনসংযোগ এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক রক্ষা করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। প্রাক বর্ষার মরসুমে মশাবাহিত ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ থেকে এলাকাবাসীকে রক্ষা করতে এবং পুলিশের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে নয়াগ্রাম থানার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত হল পুলিশের এই জনসংযোগ কর্মসূচি। শনিবার ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের 'সহায়' কর্মসূচির অংশ হিসাবে নয়াগ্রাম থানা এলাকার বালিগেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিবাসী অধ্যুষিত জারাবনি গ্রামে আয়োজিত হল বিশেষ সচেতনতা শিবির। সচেতনতা শিবির থেকে মশাবাহিত রোগ থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে বিতরণ করা হয় মশারি। এদিন ৪০টি পরিবারের হাতে মশারি, কার্বলিক অ্যাসিড ও মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেন পুলিশের কর্মকর্তারা। এছাড়াও শারীরিক প্রতিবন্ধী তিনজনের হাতে তুলে দেওয়া হয় ট্রাই সাইকেল। পুলিশের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার মানুষজন। সঙ্গে বাল বিবাহ রোধ, ডাইনি প্রথা, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ, জঙ্গলে আগুন লাগানোর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুরের এসডিপিও পারভেজ সরফারাজ, নয়াগ্রাম থানার আইসি সুদীপ ঘোষাল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সমাজসেবীরা। কর্মসূচি সম্পর্কে গোপীবল্লভপুরের এসডিপিও পারভেজ সরফরাজ জানান, এদিন পুলিশের পক্ষ থেকে জনসংযোগের অন্যতম কর্মসূচি হিসেবে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এরকম কর্মসূচি মূলত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার মানুষকে বর্ষার মরসুমে মশাবাহিত ডেঙ্গুর প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে ৪০টি পরিবারকে মশারি এবং সাপের উপদ্রব প্রতিহত করতে কার্বলিক অ্যাসিড প্রদান করা হয়। পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এলাকার সমস্ত স্তরের মানুষজন।

পুলিশের উদ্যোগে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশিক্ষণে শুরু পাঠশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: এবার পুলিশের উদ্যোগে শুরু হল আরামবাগ পাঠশালা। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণমূলক পাঠশালার সূচনা হল শনিবার।

আরামবাগ মহকুমা পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে এই প্রশিক্ষণমূলক আরামবাগ পাঠশালার সুচনা হয়। হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের এসপি কামনাশিস সেন উদ্বোধন করেন। পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাওয়ার জন্য ও পরামর্শ পাওয়ার প্রধান ঠিকানা হয়ে উঠল আরামবাগ পাঠশালা। আরামবাগ মহকুমা পুলিশের সহযোগিতায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আর্থিক ভাবেই পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এটির পথ চলা শুরু হয়।

উচ্চমাধ্যমিক পাশ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা এই পাঠশালায় ভর্তি হতে পারবে। বিশিষ্ট শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে আরামবাগ পাঠশালার সূচনা হওয়ায় খুশি এলাকার ছাত্রছাত্রীরা। এই বিষয়ে এসপি কামনাশিস সেন জানান, 'এদিনের অনুষ্ঠানে সবচেয়ে আগে আমি ধন্যবাদ জানাব শিক্ষকদের।,যারা এগিয়ে এসেছেন এই উদ্যোগটাকে নেওয়ার জন্য। আমি আশা করব এই পাঠশালায় বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী যারা আছে তারা উপকৃত হবে। বিশেষ করেদুঃস্থ মেধাবী ছাত্ররা উপকৃত হবেন।' কলেজ পড়ুয়া দেবলীনা পাত্র জানান, 'পুলিশ প্রশাসনের এটা ভালো উদ্যোগ, বর্তমানে আমি একজন ছাত্রী। ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে রয়েছে, আমি এখানে অংশগ্রহণ করেছি। চেষ্টা করব এখান থেকে ভালোটা নেওয়ার।'

লটারি ব্যবসায়ীকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: শনিবার দুপুরে মেদিনীপুর শহরের কেরানিচটি এলাকায় সুরজিৎ সাউ নামে এক ব্যক্তির গায়ে ও দোকানে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আক্রান্ত সুরজিৎ সাউ পেশায় একজন লটারি ব্যবসায়ী। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রাথমিক অনুমান, অভিযুক্ত ও আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে ব্যবসায়িক শত্রুতার জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে।

আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবারের অভিযোগ, ফুটপাতে দোকান দেওয়াকে কেন্দ্র করে গত দু'দিন আগে শহরের ইন্দকুড়ি এলাকার এক ফাস্টফুড ব্যবসায়ীর সঙ্গে গণ্ডগোল হয় সুরজিতের। এরপর পুলিশি মধ্যস্থতায় ওই ফাস্টফুড ব্যবসায়ীর দোকানটি লটারি ব্যবসায়ীর দোকানের কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। আক্রান্ত সুরজিতবাবুর পরিবার মনে করছে, সেই ঘটনার পর রাগে সুরজিতের ওপর পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়।

স্থানীয়দের দাবি, ঘটনার পর একটি বাইকে করে অভিযুক্ত দু'জন পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় লটারি ব্যবসায়ী সুরজিৎকে উদ্ধার করে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে আকাশ মুখী এবং ওমর নাথপিকা নামে দু'জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। দু'জনেরই বাড়ি শহরের আবাস এলাকায়।

চাঁদা তুলে ভগ্নপ্রায় রাস্তা মেরামত গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোতুলপুর: স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তরে রাস্তা মেরামতের জন্য দ্বারস্থ হয়েও সুরাহা না হওয়ার অভিযোগ। সামনেই আবার বর্ষা কাল আসছে তাই আতঙ্কিত হয়ে গোপালপুর গ্রামের গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলে মোরাম দিয়ে রাস্তা সারাইয়ের কাজে লেগেছে। শনিবার সকল গ্রামবাসী একজোট হয়ে এই রাস্তা মেরামত তৈরি করতে শুরু করেছে। কারও হাতে ঝুড়ি কারও হাতে কোদাল এভাবেই সকাল থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলেছে রাস্তার সংস্কার করার কাজ। তাঁদের দাবি, প্রশাসন দেখেনি তাই তাঁরা এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন।

স্থানীয় বুথ সদস্য তথা মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান সঞ্জয় মণ্ডল জানান, এই রাস্তা তৈরি করার জন্য তিনি নিজেও টাকা দিয়েছেন, গ্রাম পঞ্চায়েত ইতিমধ্যেই ধীরে ধীরে বিভিন্ন জায়গার কাজ শুরু করেছে এই গ্রামেও আগে কাজ হয়েছে। তবে এই রাস্তাটির পথশ্রী প্রকল্পে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে কেন এখনও হয়নি এর উত্তর তাঁর কাছে নেই। তবে তিনি দাবি করেন, বিষয়টি তিনি গুরুত্ব সহকারে দেখবেন এবং পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ থেকে হলেও এই রাস্তার সমস্যার সমাধান হবে।

উল্লেখ্য, বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর ব্লকের মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালপুর মোড় থেকে গোপালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তার চরম খারাপ পরিস্থিতি। ভগ্নপ্রায় এই রাস্তা দিয়ে প্রায়ই ঘটে দুর্ঘটনা। জনজীবন অতিষ্ট হয়ে পড়েছিল এই রাস্তা দিয়ে। বর্ষার সময় গ্রামে অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতেও দ্বিধাবোধ করত। এর আগে একাধিকবার দুর্ঘটনাও ঘটেছে এই রাস্তায়। তাই গ্রামবাসীরাই উদ্যোগী হলেন রাস্তা মেরামত করতে।

পুঞ্চে পাক গোলায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে রাহুল

পুঞ্চ, ২৪ মে: পহেলগাঁও হামলার পর পাক সেনার বেশিরভাগ হামলা প্রতিহত করা গেলেও পড়শি দেশের গোলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় সীমান্তের বেশ কিছু অঞ্চল। মৃত্যু হয় সাধারণ মানুষেরও। শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চে পৌঁছে ক্ষতিগ্রস্ত সেই পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ালেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। অপারেশন সিঁদুরের পর এই প্রথম কাশ্মীরের মাটিতে পা রাখলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। এর আগে গত ২৫ এপ্রিল জঙ্গি হামলায় আহতদের দেখতে শ্রীনগরে গিয়েছিলেন রাহুল।

রাহুল তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'পাক গোলায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের সঙ্গে আজ আমি দেখা করেছি। প্রিয়জনদের হারানোর বেদনা এখনও তাদের চোখের কোণে লেগে রয়েছে। পড়শি দেশের আক্রমণে পুঞ্চে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু বাড়িঘর। তাঁদের দাবিগুলি আমি অবশ্যই জাতীয় স্তরে উত্থাপন করব।'

জম্মু ও কাশ্মীরের মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ রানা তাঁকে স্বাগত জানিয়ে এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'পুঞ্চে আসছেন রাহুল। আমরা তাঁকে স্বাগত জানাই। এই কঠিন সময়ে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়িয়েছেন, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।'

শুক্রবারই জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা কংগ্রেস সাংসদের কাশ্মীরে আসার বিষয়টি জানান। তিনি বলেন, 'পুঞ্চে আসছেন রাহুল। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করবেন। তৃণমূলের একটি প্রতিনিধি দলও এখানে এসেছিলেন। এই কঠিন সময়ে তাঁরা এই মানুষগুলির পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন। এর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।'

এবার গুজরাতে গ্রেপ্তার পাক চর

আমদাবাদ, ২৪ মে: পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রা-সহ বেশ কয়েকজন। এবার গুজরাত থেকে গ্রেপ্তার করা হল আরও এক ব্যক্তিকে। ধৃতের নাম সহদেব সিং গোহিল (২৮)। তিনি কচ্ছের বাসিন্দা। বায়ুসেনা এবং বিএসএফের গোপন তথ্য ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

তদন্তকারীদের একটি সূত্রের খবর, ২০২৩ সালে সহদেব অদিতি ভরদ্বাজ নামে এক আইএসআই এজেন্টের সংস্পর্শে আসেন। হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তিনি বিএসএফ এবং বায়ুসেনার অনেক গোপন তথ্য ও ভিডিয়ো অদিতির হাতে তুলে দিয়েছেন বলে অভিযোগ।

গুজরাতের অ্যান্টি-টেররিজম স্কোয়াডের (এটিএস) আধিকারিক কে সিদ্ধার্থ বলেন, '২০২৫ সালের শুরুতে সহদেব নতুন একটি সিম কেনেন। হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বিএসএফ এবং বায়ুসেনার অধীনস্থ বহু জায়গার ছবি এবং ভিডিও অদিতিকে পাঠান।' সহদেবের ফোনের ফরেন্সিক পরীক্ষার পর জানা গিয়েছে, তাঁর সঙ্গে পাকিস্তানের সরাসরি যোগ রয়েছে। সম্প্রতি এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবক তাঁকে নগদ ৪০ হাজার টাকাও পাঠিয়েছেন বলে খবর। তবে ওই যুবকের ব্যাপারে এখনও কোনও তথ্য তদন্তকারীদের

বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু পাকিস্তানির

আমদাবাদ, ২৪ মে: কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করার অপরাধে এক পাকিস্তানিকে গুলি করে মারল বিএসএফ। শনিবার বিএসএফের তরফে জানানো হয়েছে, ২৩ মে রাতে এক পাক অনুপ্রবেশকারী গুজরাতের বানাসকাঁথা জেলার কাছে ভারত-পাক আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে। কর্তব্যরত জওয়ানরা তাকে একাধিকবার নিষেধ করা সত্ত্বেও কাঁটাতার পেরিয়ে অনুপ্রবেশ করতে উদ্যত হয় ওই ব্যক্তি। এরপরই তাকে গুলি করে প্রতিহত করা হয়।

গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁও জঙ্গি হামলায় ২৬ জন নিরীহ নাগরিকের মৃত্যু হয়। এরপরই গত ৭ মে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে থাকা জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিতে অপারেশন সিঁদুর অভিযান চালায় ভারতীয় সেনা। এরপর থেকেই দেশের সীমান্ত এলাকাগুলিতে বাড়তি সতর্কতা জারি করা হয়। এরই মধ্যে ভারত-পাক সীমান্ত এলাকায় একাধিকবার অনুপ্রবেশের চেষ্টার ঘটনা ঘটে। প্রতিবারই বিএসএফ সেই অনুপ্রবেশকারীদের প্রতিহত করে। শুক্রবারও এক পাক অনুপ্রবেশকারীকে প্রতিহত করল ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী।

উল্লেখ্যে, গত মাসে এক পাক অনুপ্রবেশকারী গুজরাতেরই আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় ভূখন্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে। একাধিকবার নিষেধ করা হলেও ভারতে ঢোকার চেষ্টা করে সে। এরপরই গুলি করে তাকে প্রতিহত বিএসএফ। সে সময় জানা গিয়েছিল, অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ভারতীয় ভূখন্ডে ঢোকার চেষ্টা করেছিল অভিযুক্ত।

গাজায় সেনার গুলিতে মৃত ৬

গাজা, ২৪ মে: তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে সম্প্রতি যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় ত্রাণ পাঠানোর অনুমতি দিয়েছে ইজরায়েল। ত্রাণবোঝাই ট্রাক লুঠের আশঙ্কায় গাজার স্বশাসিত নিরাপত্তারক্ষীদের মোতায়েন করা হয়েছে। তাঁদের ওপরেই এবার হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল ইজরায়েলের সেনার বিরুদ্ধে। সেনার গুলিতে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। এরা সকলেই স্থানীয় নাগরিক বলে জানা যাচ্ছে।

জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার ইজরায়েলের সেনা এই হামলা চালায় মধ্য গাজার দের আল বালা অঞ্চলে। ইজরায়েল সেনার দাবি, যাঁদের হত্যা করা হয়েছে তাদের হাতে অস্ত্র ছিল। এদের কয়েকজন হামাসের সদস্য। ত্রাণের ট্রাকের আশপাশে ওই সন্দেহভাজনদের ঘুরতে দেখেই হামলা চালানো হয়। খাদ্য, পানীয় জল এবং ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম বোঝাই ওই ট্রাক লুঠ করার ষড়যন্ত্র ছিল দুষ্কৃতীদের।

গত আড়াই মাস ধরে গাজা অবরুদ্ধ করে অভিযান চালাচ্ছিল ইহুদি সেনা। গুরুতর এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের চাপের মুখে পড়ে গাজায় ত্রাণ পাঠানোর অনুমতি দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সেইমতো সেখানে ১০০টি ট্রাক ঢুকেছে। তবে দুর্ভিক্ষপীড়িত গাজায় ত্রাণ পাঠাতে গিয়ে রীতিমতো সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে সাহায্যকারী সংগঠনগুলিকে। বুভুক্ষের দলের ভিড়ে তৈরি হয়েছে ট্রাক লুঠের মতো পরিস্থিতি। গুরুতর অবস্থায় ট্রাকের নিরাপত্তার জন্য সশস্ত্র রক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে গাজার স্বশাসিত কর্তৃপক্ষের তরফে। সেখানেই এবার হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল ইজরায়েলের সেনার বিরুদ্ধে।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপুঞ্জের ত্রাণ বণ্টনের মধ্যেও শুক্রবার দিনভর গাজায় হামলা চালায় সেনা। যার জেরে গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয় ৭৬ জনের। এক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, গাজার ২০ লক্ষ বাসিন্দার মধ্যে বেশিরভাগই অপুষ্টির শিকার। ত্রাণ না পৌঁছলে মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সেখানে ১৪ হাজার শিশুর মৃত্যুর আশঙ্কা প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রসংঘ। এরপরই গাজার ত্রাণ পাঠানোর অনুমতি দেয় ইজরায়েল। যদিও উত্তর গাজায় ত্রাণ পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি ইজরায়েলের তরফে। কারণ ওই অঞ্চলে গাজার বাসিন্দাদের উচ্ছেদের কাজ শুরু হয়েছে।

অসমে প্রতিবন্ধী মহিলাকে জেলের ভিতরে গণধর্ষণ

ধৃত দুই কারারক্ষী

গুয়াহাটি, ২৪ মে: ফুটপাতবাসী মানসিক প্রতিবন্ধী মহিলাকে জেল প্রাঙ্গণে টেনে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল দুই কারারক্ষীর বিরুদ্ধে। শুক্রবার অসমের শ্রীভূমি জেলায় ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযুক্ত দুই কারারক্ষীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে অসমের শ্রীভূমি জেলার করিমগঞ্জ এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ, রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ ফুটপাতবাসী এক মানসিক প্রতিবন্ধী তরুণীকে জেলা কারাগার প্রাঙ্গণে টেনে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করেন জেলেরই দুই রক্ষী। সে সময় পুলিশের একটি দল এলাকায় টহল দিচ্ছিল। তাঁরাই দুই কারারক্ষীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই অভিযুক্তের বয়স ৪৫ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে। ধৃত দু'জন গুয়াহাটির পাঞ্জাবাড়ি এবং বোরাগাঁও এলাকার বাসিন্দা। শ্রীভূমির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রণবজ্যোতি কলিতা বলেন, 'খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিল পুলিশের একটি দল। এখনও পর্যন্ত দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মানসিক ভাবে প্রতিবন্ধী ওই নির্যাতিতাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, সে সময় তিনি রাস্তায় একা ছিলেন। সেই সুযোগেই তাঁকে জোর করে জেলের ভিতর টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন অভিযুক্তেরা।' পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শীঘ্রই দুই ধৃতকে আদালতে হাজির করিয়ে হেপাজতে নেওয়া হবে। অন্য দিকে, নির্যাতিতার শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়েছে। তাঁর বয়ানও সংগ্রহ করা হবে।

স্যামসাংয়েও শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২৪ মে: অ্যাপেলের পর এবার ভারতে পণ্য উৎপাদন করলে স্যামসাংয়ের ওপরও শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। অন্য কোনও দেশে পণ্য উৎপাদন করে তা আমেরিকায় বিক্রি করলে সেই পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হবে। সাংবাদিক বৈঠকে ট্রাম্প বলেন, 'এটা শুধুমাত্র অ্যাপেলের জন্য নয়, স্যামসাং-সহ যে সংস্থাই অন্য দেশে পণ্য উৎপাদন করবে তাদের উপর বসানো হবে এই শুল্ক।'

এদিন সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ট্রুথ-এ এই বিষয়ে ট্রাম্প বলেন, 'আমি অ্যাপেলের সিইও টিম কুককে আগেই জানিয়েছিলাম আমেরিকায় বিক্রিত আইফোন এখানেই তৈরি করতে হবে। ভারত বা অন্য কোনও দেশের উৎপাদন হলে আমরা ওই পণ্য ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপাব।' ট্রাম্পের এই ঘোষণার পর অ্যাপেলের শেয়ারে পতন লক্ষ্য করা যায়। ২.৬ শতাংশ পড়ে যায় অ্যাপেলের শেয়ার। যার জেরে ৭০ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয় অ্যাপেলের।

উল্লেখ্য, অ্যাপেলের সবচেয়ে বেশি ফোন চিনে উৎপাদিত হলেও, সম্প্রতি তা সরিয়ে কুক ভারতে স্থাপন করতে চান বলে জানা গিয়েছিল। ভারতের বিরাট বাজার ও চাহিদার কথা মাথায় রেখে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তাতেই চটে যান মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি চান অ্যাপেল এই পণ্য আমেরিকায় তৈরি করুক। তবে ২০১৯ সালে চিনে শেষবার স্যামসাংয়ের ফোন প্রস্তুত হয়েছিল। বর্তমানে স্যামসাং প্রস্তুত হয় ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও ব্রাজিলে। চিনের সঙ্গে এই সংস্থার কোনও সম্পর্ক না থাকলেও,আমেরিকাতেই ফোন তৈরির দাবি করেন ট্রাম্প।

এবার ইউরোপীয় ইউনিয়নকে হুঁশিয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্টের

ওয়াশিংটন, ২৪ মে: এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নকে। আমেরিকায় আসা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমস্ত পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর হুমকি দিয়েছেন তিনি। এর প্রতিক্রিয়ায় ইউনিয়নের বাণিজ্য প্রধান মারোস সেফকভিক জানিয়েছেন, তাঁরা আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করবেন সম্মানের ভিত্তিতে, হুমকির ভিত্তিতে নয়।

এর আগে শুক্রবার ট্রাম্পকে বলতে শোনা গিয়েছিল, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্য চুক্তির বিষয়টি এগোচ্ছেই না। যদিও তাঁর দাবি, 'আমি কোনও চুক্তি করতে চাই না। আমাদের চুক্তি হয়েই গিয়েছে।' প্রসঙ্গত, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ওয়াশিংটনের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য-অংশীদার। গত বছর ৬০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য পাঠানো হয়েছিল। আবার আমেরিকা কিনেছিল ৩৭০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য। এবার ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিলেন ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর।

হোয়াইট হাউসে ঢোকার পর থেকেই শুল্কযুদ্ধ শুরু করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এশিয়ার দেশগুলি তো বটেই, ট্রাম্পের রোষানল থেকে রেহাই পায়নি ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলি। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলি থেকে আসা অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়ে ২০০ শতাংশ শুল্ক চাপানো হয়েছে। ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়েছে ফ্রান্স, ইতালির মতো ইইউ সদস্যভুক্ত দেশগুলি। এই পরিস্থিতিতে এবার আমেরিকাকে পালটা দিতে অস্ত্র ধরছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

প্রসঙ্গত, গত এপ্রিলে ইউরোপের ২৭টি দেশ মিলে গঠিত সংগঠনটি মার্কিন পারস্পরিক শুল্কের পালটা মার্কিন পণ্যে শুল্ক চাপানোর প্রস্তুতি শুরু করেছিল। বহু মার্কিন পণ্যে ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানোর প্রস্তাব দেওয়া হয় ইইউ-র তরফে। এবার গেল ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

জম্মুর ডোডায় কিছু এলাকায় বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা

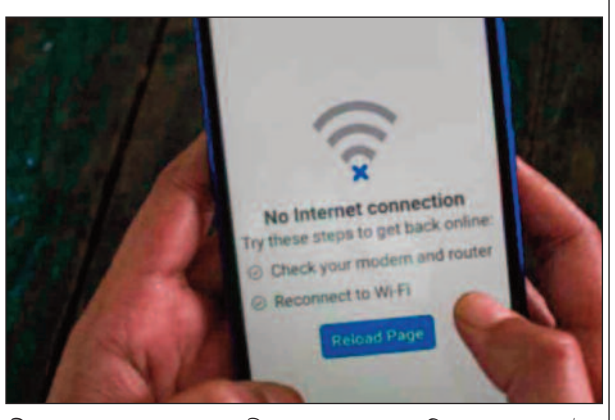

শ্রীনগর, ২৪ মে: জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলার কিছু অঞ্চলে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা সাময়িক ভাবে বন্ধ করা হয়েছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই অনুসারে, আগামী ২৭ মে পর্যন্ত ডোডা জেলার অন্তর্গত ভান্দেরওয়ারের কিছু এলাকায় মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। ওই অঞ্চলে মোবাইল ইন্টারনেটের অপব্যবহার করে 'দেশ-বিরোধীরা' আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করতে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন। সেই কারণে আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।ডোডার ওই ছোট অঞ্চলে মোবাইল ইন্টারনেট দু'দিন আগে থেকেই বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শনিবার ওই নির্দেশিকাটি প্রকাশ্যে এসেছে। নির্দেশিকা অনুসারে, ২২ মে রাত ৮টা থেকে ২৭ মে রাত ৮টা পর্যন্ত ওই অঞ্চলে মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের স্বরাষ্ট্রসচিব চন্দ্রকার ভারতী। পিটিআই জানিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরের স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে ওই অঞ্চলে ৩৭টি টাওয়ারে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৯টি টাওয়ার রয়েছে 'রিলায়েন্স জিও'র এবং ১৮টি রয়েছে 'এয়ারটেল'-এর। প্রশাসনিক আধিকারিকেরা পিটিআইকে জানিয়েছেন, জম্মু পুলিশের আইজি ভীমসেন তুতির প্রস্তাবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।প্রশাসনের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সাময়িক ভাবে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হচ্ছে। নির্দেশিকায় এ-ও জানানো হয়েছে, মোবাইল ডেটার অপব্যবহার করে

Notice e-Tender

The Prodhan **Katlamari-II Gram Panchayat** invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for **NIeT Nos.: i) 01/ 15th FC (Tied)/ 2025-26 ii) 02/15th FC (United)/ 2025-26,** Both dated- **19-05-2025** Both last date of bid submission **09-06-2025 upto 12:00.** For more details please visit website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Katlamari-II G.P.
Raninagar-II Block,
Murshidabad

TENDER NOTICE
NIT NO: WBBIR/SURI-II PS/ Enit-4/2025-26 dated: 21/05/2025

E-Tender is hereby invited by the Executive Officer, Suri-II PS, Birbhum on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for construction of various works under Suri-II Panchayat Samiti. Last date for bid submission is **05.06.2025.**
Details are available on www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer,
Suri-II Panchayat Samiti,
Birbhum

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.-Panihati, P.S.-Khardah,
Dist.-North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel. No.-033 2553-2909, Fax-033 25634457

Notice Inviting Quotation No. PM/Acct/2025-2026/03(2nd Call), Date: 23/05/2025.

Quotation/Tender are Invited from the reputed Firms companies. Agencies, Concerned etc. Name of the Work: Preparation of Store Registers (stock) for the four Financial Years 2021-2022, 2022-2023, and 2023-2024 in respect of office of the Municipal Councilors of Panihati. Last Date of submission: **30th-May-2025 02:00 PM.**

Notice Inviting e-Tender No. PM/Acct/IT/2025-2026/02 (2nd Call) Tender ID.: 2025_MAD_851623_1

Name of the Work: Online Notice Inviting Tender for assignment for preparation of Annual Financial Statement along with Bank Reconciliation Statement for the Financial Year 2023-2024 and 2024-2025 in respect of Office of the Municipal Councilors of Panihati. Last Date of submission: **31st-May-2025 11:00 AM.** For details please see the website **www.panihatimunicipality.in** & **https://wbtender.gov.in**

Sd/- **Executive Officer,**
Panihati Municipality

TENDER

Sealed Tenders are invited by the Prodhan, **Karimpur - II Gram Panchayat** (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. NIT No- **KGP-II/125, NIQ No - KGP-II/ 126 &127(Fund 15th CFC)**, Last date of application **02.06.2025 up to 4p.m**. For details please contract to the office.

Sd/- Prodhan,
Karimpur - II Gram Panchayat.

TENDER

E- Tenders invited by the Prodhan, **Patharghata-II Gram Panchayat** (Under Tehatta-1 Panchayat Samity), Taranipur, Nadia, **NIET No- 05/5th SFC** United Tied Fund **2025-26, 07/15th CFC Tied Fund 2025-26.** Last date of submission **31.05.2025 up to 6p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Patharghata-II Gram Panchayat.

TENDER

E- Tenders invited by the Prodhan, **Patharghata-II Gram Panchayat** (Under Tehatta-1 Panchayat Samity), Taranipur, Nadia, **NIET No- 10/15th CFC** United Fund **2025-26, 11/15th CFC** Tied Fund **2025-26.** Last date of submission **30.05.2025 up to 6p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Patharghata-II Gram Panchayat.

TENDER

E- tenders are invited by The Prodhan, **Dighalkandi Gram Panchayat** (Under Karimpur -II Panchayat Samity), Dighalkandi, Nadia. **NIET NO. 01/ SFC TIED/2025-26, 02/SFC UNTIED/2025-26,** Last date of submission **30.05.2025 up to 12:00p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Dighalkandi Gram Panchayat

সুদর্শন ও অর্শদীপ টেস্ট দলে এই প্রথম, করুণ-শার্দুলের কামব্যাক

ইংল্যান্ড সফর থেকেই টেস্ট অধিনায়ক শুভমান, ভারতীয় দলে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী মাসেই ইংল্যান্ডে পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলতে নামবে ভারত। শনিবার মুম্বইয়ে দল বেছে নিলেন নির্বাচকরা।

এই বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর ও নির্বাচক শিবসুন্দর দাস। প্রত্যাশা মতোই অধিনায়ক করা হলো শুভমান গিলকে। সহ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির অবসরের পর কাদের নেওয়া হয় সেদিকে ছিল সকলের নজর।

টেস্ট দলে জায়গা হয়নি শ্রেয়স আইয়ারের। চেতেশ্বর পূজারা বা অজিঙ্ক রাহানের টেস্ট দলে কামব্যাকের সম্ভাবনা বিশ বাঁও জলে। যদিও ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো পারফরম্যান্সের সুবাদে টেস্ট দলে কামব্যাক করলেন করুণ নায়ার। শার্দুল ঠাকুরকেও রাখা হয়েছে ১৮ সদস্যের ঘোষিত দলে। এই প্রথম টেস্ট দলে ডাক পেলেন বি সাই সুদর্শন ও অর্শদীপ সিং। বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণ ফের টেস্ট অভিষেকের অপেক্ষায়। টেস্ট দলে রয়েছেন আকাশ দীপও।

অস্ট্রেলিয়া সফর চলাকালীন রবিচন্দ্রন অশ্বিন অবসর নিয়েছিলেন। সেই সফরে প্রথমে দলে না থাকলেও পরে ডাক পান দেবদত্ত পাড়িক্কল ও তনুশ কোটিয়ান। ইংল্যান্ড সফরের দলে তাঁদের কাউকে রাখা হয়নি। অবসর নেওয়া তিন ক্রিকেটারের পাশাপাশি ইংল্যান্ড সফরের দলে কোপ পড়ল সরফরাজ খান ও হর্ষিত রানার উপর।

দলে একমাত্র বিশেষজ্ঞ স্পিনার কুলদীপ যাদব। তিনি ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে না থাকা যাঁরা ইংল্যান্ডের বিমান ধরবেন তাঁরা হলেন করুণ, সুদর্শন, শার্দুল ও অর্শদীপ।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকরও মানছেন, ইংল্যান্ডের স্যুইং ও পেস সহায়ক কন্ডিশনে বড় চ্যালেঞ্জের মুখেই পড়বে ভারতের অনভিজ্ঞ ব্যাটিং লাইন আপ। শুভমান গিল, যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, করুণ নায়ার, বি সাই সুদর্শনের সঙ্গে আছেন দুই উইকেটকিপার-ব্যাটার ঋষভ পন্থ ও ধ্রুব জুরেল। দু'জন করে পেস ও স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার- শার্দুল ঠাকুর, নীতীশ কুমার রেড্ডি, রবীন্দ্র জাদেজা ও ওয়াশিংটন সুন্দর।

মহম্মদ শামি টেস্টে বল করার মতো পরিস্থিতিতে নেই। ফলে তাঁকে দলে রাখা হয়নি। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে জসপ্রীত বুমরাহ সব টেস্টে সম্ভবত খেলবেন না। বুমরাহর সঙ্গে আছেন আরও চার বিশেষজ্ঞ পেসার- মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ও অর্শদীপ সিং।

জুনের ১৩ তারিখ থেকে ভারতের টেস্ট দল ভারতীয় এ দলের বিরুদ্ধে ৪ দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে লন্ডনের কাছে বেকেনহ্যামে। প্রথম টেস্ট ২০ জুন থেকে হেডিংলিতে। ২ জুলাই থেকে এজবাস্টনে দ্বিতীয় টেস্ট। লর্ডসে তৃতীয় টেস্ট ১০ জুলাই থেকে। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে চতুর্থ টেস্ট ২৩ জুলাই থেকে।

ওভালে পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট ৩১ জুলাই থেকে। ২০২৫ থেকে ২০২৭ অবধি আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নয়া চক্রের এটিই প্রথম সিরিজ ভারত ও ইংল্যান্ডের কাছে।

দিল্লি, গুজরাত, হায়দরাবাদ, অন্ধ্র, সৌরাষ্ট্র, বিদর্ভ থেকে ১ জন করে

- শুভমান গিল (পাঞ্জাব)
- ঋষভ পন্থ (দিল্লি)
- যশস্বী জয়সওয়াল (মুম্বই)
- লোকেশ রাহুল (কর্ণাটক)
- সাই সুদর্শন (তামিলনাড়ু)
- অভিমন্যু ঈশ্বরণ (বাংলা)
- করুণ নায়ার (বিদর্ভ)
- নীতীশ কুমার রেড্ডি (অন্ধ্র)
- রবীন্দ্র জাদেজা (সৌরাষ্ট্র)
- ধ্রুব জুরেল (উত্তরপ্রদেশ)
- ওয়াশিংটন সুন্দর (তামিলনাড়ু)
- শার্দুল ঠাকুর (মুম্বই)
- জসপ্রীত বুমরাহ (গুজরাত)
- মহম্মদ সিরাজ (হায়দরাবাদ)
- প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ (কর্ণাটক)
- আকাশ দীপ (বাংলা)
- অর্শদীপ সিং (পাঞ্জাব)
- কুলদীপ যাদব (উত্তরপ্রদেশ)

বিরাটের অবসর নিয়ে মুখ খুললেও রোহিতে নীরব আগরকর

নিজস্ব প্রতিনিধি: রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবিচন্দ্রন অশ্বিনের অনুপস্থিতি ভারতীয় টেস্ট দলে যে বড় শূন্যতা তৈরি করেছে তা মেনে নিলেন নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর। তিনি বলেন, এপ্রিলের প্রথমদিকেই বিরাট কোহলি টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার কথা আমাদের জানান। তিনি প্রতিটি বল খেলার সময় নিজের ২০০ শতাংশ দেন। এমনকী ব্যাটিং না করা কিংবা মাঠে না থাকার সময়েও। তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছেন নিজের মান বিগত বছরগুলিতে যে উচ্চতায় তিনি নিয়ে গিয়েছেন, সেটা হয়তো ধরে রাখায় সমস্যা হতে পারে। সেই উপলব্ধি থেকেই এই সিদ্ধান্ত সম্ভবত নিয়েছেন। যেহেতু এটি তাঁর সিদ্ধান্ত, আমরা তাকে সম্মান জানাই। রোহিত ও বিরাট দুজনেই গ্রেট প্লেয়ার। সম্ভ্রম আদায় করেছেন। তাঁরা নিজেদের প্রতি সৎ থেকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে ১২৩টি টেস্টে ৩০টি শতরানের মালিক বিরাটকে আমরা মিস করব। তাঁর জায়গা ভরাট করা সহজ নয়।

রোহিতের সঙ্গে কথোপকথন অবশ্য বিস্তারিতভাবে জানাননি। রোহিত, বিরাট, অশ্বিনের সিদ্ধান্ত তাঁদের ব্যক্তিগত বলে চিহ্নিত করে এটা নিয়ে খুব বেশি চর্চা না করার পক্ষপাতী আগরকর। এই তিনজনের সঙ্গে মহম্মদ শামির অনুপস্থিতিতে ভারত যে কঠিন পরীক্ষার মুখে ইংল্যান্ডে পড়তে চলেছে তা মেনে নেন আগরকর।

ইংল্যান্ড সফরে ভারতের টেস্ট দলে বাংলার ২

অভিমন্যু অভিষেকের অপেক্ষায়, আকাশের সামনেও বড় সুযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহম্মদ শামির জায়গা না হলেও ভারতের টেস্ট দলে সুযোগ পেলেন বাংলার দুই ক্রিকেটার। আকাশ দীপ ও অভিমন্যু ঈশ্বরণ। টেস্ট সিরিজের আগে অভিমন্যু ইংল্যান্ডে ভারতের এ দলকে নেতৃত্ব দেবেন। আগেও তিনি টেস্ট দলে সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু অভিষেক হয়নি। বিরাট, রোহিতদের অনুপস্থিতিতে ভারতের নতুন লুকের ব্যাটিং অর্ডারে দেখা যেতেই পারে অভিমন্যুকে। ১০১টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ৭৬৭৪ রান রয়েছে অভিমন্যুর, ২৭টি শতরান ও ২৯টি অর্ধশতরান-সহ। অন্যদিকে, বাংলার পেসার আকাশ দীপ ইতিমধ্যেই ৭টি টেস্ট খেলে ফেলেছেন, ১৫টি উইকেটও রয়েছে।

ভারতের ১৮ সদস্যের টেস্ট দলে বাংলা ছাড়াও পাঞ্জাব, মুম্বই, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু থেকে ২ জন করে ক্রিকেটার রয়েছেন। দিল্লি, গুজরাত, হায়দরাবাদ, অন্ধ্র, সৌরাষ্ট্র, বিদর্ভ থেকে ১ জন করে। ২০১৭ সালে ভারতের হয়ে শেষবার টেস্ট খেলেছেন করুণ নায়ার। আগে তিনি কর্ণাটকের প্রতিনিধিত্ব করলেও এখন খেলেন বিদর্ভে। বিস্তারিত দেখে নেওয়া যাক ভারতের টেস্ট দলে কোন রাজ্যের ক্রিকেট সংস্থা থেকে কতজন রয়েছেন-

ভারতের টেস্ট দল: শুভমান গিল (পাঞ্জাব), ঋষভ পন্থ (দিল্লি), যশস্বী জয়সওয়াল (মুম্বই), লোকেশ রাহুল (কর্ণাটক), বি সাই সুদর্শন (তামিলনাড়ু), অভিমন্যু ঈশ্বরণ (বাংলা), করুণ নায়ার (বিদর্ভ), নীতীশ কুমার রেড্ডি (অন্ধ্র), রবীন্দ্র জাদেজা (সৌরাষ্ট্র), ধ্রুব জুরেল (উত্তরপ্রদেশ), ওয়াশিংটন সুন্দর (তামিলনাড়ু), শার্দুল ঠাকুর (মুম্বই), জসপ্রীত বুমরাহ (গুজরাত), মহম্মদ সিরাজ (হায়দরাবাদ), প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ (কর্ণাটক), আকাশ দীপ (বাংলা), অর্শদীপ সিং (পাঞ্জাব), কুলদীপ যাদব (উত্তরপ্রদেশ)।

আইপিএলে শীর্ষস্থান দখল পাখির চোখ

শ্রেয়সের অর্ধশতরানে দিল্লিকে চ্যালেঞ্জিং টার্গেট দিল পাঞ্জাব

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থান দখল পাখির চোখ পাঞ্জাব কিংসের। সেই লক্ষ্যপূরণে দিল্লি ক্যাপিটালসকে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলল শ্রেয়স আইয়ারের দল। অক্ষর প্যাটেল দিল্লির শেষ ম্যাচেও খেলতে পারলেন না। শনিবার জয়পুরে টস জিতে ফিল্ডিং নেন দিল্লি ক্যাপিটালসকে নেতৃত্ব দেওয়া ফাফ দু প্লেসি। নির্ধারিত ২০ ওভারে পাঞ্জাব কিংস তুলল ৮ উইকেটে ২০৬ রান।

চারে নেমে অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ৫টি চার ও ২টি ছয়ের সাহায্যে ৩৪ বলে সর্বাধিক ৫৩ রান করেন। সাতে নেমে মার্কাস স্টইনিস ১৬ বলে ৪৪ রানে অপরাজিত থাকেন। তিনটি চার ও চারটি ছয় মেরে।

তিন নম্বরে খেলতে নেমে জস ইনগ্লিস করেন ১২ বলে ৩২, তিনটি চার ও দুটি ছয়ের সাহায্যে।

প্রিয়াংশ আর্য ৬, প্রভসিমরণ সিং ২৮, নেহাল ওয়াধেরা ১৬, শশাঙ্ক সিং ১১, আজমাতুল্লাহ ওমরজাই ১ ও মার্কো জানসেন শূন্য রানে আউট হন। হরপ্রীত ব্রার ২ বলে ৭ রানে অপরাজিত থাকেন। মুস্তাফিজুর রহমান তিনটি উইকেট পেলেন ৪ ওভারে ৩৩ রান দিয়ে। বিপ্রাজ নিগম ও কুলদীপ যাদব ২টি করে উইকেট নেন। মুকেশ কুমার ১ উইকেট পান, ৪ ওভারে ৪৯ রান খরচ করে।

আগরকরদের 'অদ্ভুত' দল নির্বাচন দেখে বিস্মিত মঞ্জরেকর, কী পরামর্শ দিলেন নির্বাচক প্রধানকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের ১৮ জনের দল দেখে বিস্মিত সঞ্জয় মঞ্জরেকর। অজিত আগরকরদের দল নির্বাচনকে 'অদ্ভুত' আখ্যা দিয়েছেন তিনি। কারও নাম আলাদা করে না বললেও তাঁর কথা থেকে পরিষ্কার, দল পছন্দ হয়নি মঞ্জরেকরের। তাই সমালোচনা করেছেন তিনি। আগরকরকে পরামর্শও দিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার।

শনিবার ইংল্যান্ড সফরের জন্য ১৮ জনের দল ঘোষণা করেছেন ভারতের নির্বাচক প্রধান আগরকর। রোহিত শর্মা অবসর নেওয়ায় নতুন অধিনায়ক করা হয়েছে শুভমন গিলকে। নতুন সহ-অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। এই দল ঘোষণার পরে নিজের এক্স হ্যান্ডলে মঞ্জরেকর লেখেন, সব মিলিয়ে খুব অদ্ভুত দল নির্বাচন। কেন এই কথা তিনি বলছেন তার কোনও ব্যাখ্যা মঞ্জরেকর দেননি। তবে অনুমান, তিনি যাঁদের দেখতে চেয়েছিলেন তাঁদের সকলকে হয়তো নেওয়া হয়নি। আইপিএল চলাকালীন শ্রেয়স আয়ারের হয়ে গলা ফাটিয়েছেন মঞ্জরেকর। কিন্তু তাঁকে নেওয়া হয়নি। পাশাপাশি সরফরাজ খান, অক্ষর পটেলের মতো ক্রিকেটারকেও সুযোগ দেওয়া হয়নি। বদলে অভিমন্যু ঈশ্বরণ বা আইপিএলে ভাল খেলা সাই সুদর্শন ১৮ জনের দলে ঢুকেছেন। বোলিং আক্রমণে মহম্মদ শামি নেই। নেওয়া হয়েছে অর্শদীপ সিংহকে। অভিজ্ঞদের বদলে অনভিজ্ঞদের দলে নেওয়ায় হয়তো দল নির্বাচনের সমালোচনা করেছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার।

নতুন অধিনায়ক হিসাবে শুভমনের নাম ঘোষণার পর আগরকর জানিয়েছেন, দীর্ঘমেয়াদি অধিনায়ক হিসাবে তাঁকে ভেবেছেন তাঁরা। শুভমনকে নিয়ে ধৈর্য ধরার পরমার্শ আগরকরকে দিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, রাতারাতি সাফল্য না পেলেও নির্বাচকদের উচিত ধৈর্য রাখা। মঞ্জরেকর লেখেন, ইংল্যান্ডে ভারতের হারানোর কিছু নেই। দল একটা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তাই নতুন লগ্নির লাভ পাওয়ার ক্ষেত্রে একটু ধৈর্য ধরতে হবে। ওদের শুভেচ্ছা।

ইংল্যান্ডে টেস্টে ভারতের রেকর্ড ভাল নয়। ২০০৭ সালে শেষ বার ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল ভারত। তা-ও সেটা তিন টেস্টের সিরিজ ছিল। ২০২১-২২ সালে পাঁচ টেস্টের সিরিজ ২-২ ড্র করেছিল ভারত। সেই কারণেই হয়তো মঞ্জরেকর জানিয়েছেন যে, প্রত্যাশার বাড়তি চাপ শুভমনদের নেওয়া উচিত নয়। ইংল্যান্ডে গিয়ে তাঁদের উপভোগ করা উচিত।

প্রথম টেস্টে ভারতের সম্ভাব্য দল

নিজস্ব প্রতিনিধি: হেডিংলিতে প্রথম টেস্টে ভারতের একাদশ কেমন হবে তা নির্ভর করবে কন্ডিশনের উপর। চূড়ান্ত দলে শার্দুল ঠাকুর ও কুলদীপ যাদবের মধ্যে কে খেলবেন তা নির্ভর করবে উইকেটে আদৌ স্পিনাররা সাহায্য পাবেন কিনা তার উপর। লোকেশ রাহুল ও যশস্বী জয়সওয়াল ওপেন করবেন। তিনে বি সাই সুদর্শন, চারে শুভমান গিল। পাঁচে করুণ নায়ার থাকতে পারেন। এরপর ঋষভ পন্থ ও রবীন্দ্র জাদেজা। আবার বোলিং বৈচিত্র্য আনতে একজন ব্যাটার কমিয়ে পিচের চরিত্র অনুযায়ী ওয়াশিংটন সুন্দর বা নীতীশ কুমার রেড্ডিকে রাখা হতে পারে।

সম্ভাব্য একাদশ: যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল, বি সাই সুদর্শন, শুভমান গিল, করুণ নায়ার, ঋষভ পন্থ (সহ অধিনায়ক ও উইকেটকিপার), রবীন্দ্র জাদেজা, শার্দুল ঠাকুর বা কুলদীপ যাদব, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ বা আকাশ দীপ, জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ।

শুভমান গিলকে অধিনায়ক করার কারণ খোলসা আগরকরের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতকে পাঁচটি টি২০ আন্তর্জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন শুভমান গিল। টেস্ট ও একদিনের আন্তর্জাতিকে নেতৃত্ব দেননি। সেই ২৫ বছরের শুভমান গিল হলেন ভারতের টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে রোহিত শর্মার উত্তরসূরী। নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকরের কথায়, সব বিকল্প নিয়েই আলোচনা হয়েছে। বিগত এক বছরের বেশি সময় ধরে শুভমানের দিকে নজর রেখেছিলাম। গত বছর ইংল্যান্ড সফরের সময়েও। ড্রেসিংরুমের থেকে ফিডব্যাক পেয়েছি। শুভমানের বয়স কম। তবে উন্নতির ধারা অব্যাহত। গুজরাত টাইটান্সের টি২০ অধিনায়ক সম্পর্কে আমরা অনেকের কাছ থেকে ফিডব্যাক পেয়েছি। আমাদের আশা, এই হাই প্রেসার কাজের জন্য সঠিক ব্যক্তিকেই বাছা হয়েছে।

আগরকর বলেছেন, ফিজিও, চিকিৎসকরা জানিয়েছে বুমরাহ তিন বা চারটি টেস্ট খেলবেন। তাছাড়া একটি বা দুটি সফরের জন্য কাউকে অধিনায়ক করা যায় না। ইংল্যান্ডে পাঁচ টেস্টের সিরিজ চ্যালেঞ্জিং হবে। তবে তার মধ্যে থেকেই অনেক কিছু শিখতে পারবেন শুভমান। ঋষভ পন্থ বিগত কয়েক বছরে আমাদের ব্যাটারদের মধ্যে অন্যতম সেরা। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে শুভমানকে সহযোগিতা করতে পারবেন। আমাদের ধারণা, এই দুজনেই দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। শুভমানের ব্যাটিং নিয়েও চিন্তার কিছু নেই।

আইপিএলের শেষলগ্নে কেকেআর ফিরল 'রানস টু রুট' সঙ্কল্পে, জুহির সঙ্গী মনীশ-বৈভবরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখার যে উদ্যোগ কলকাতা নাইট রাইডার্সের তরফে নেওয়া হয়েছিল, ২০২৫ আইপিএল মরসুমে সেটিকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট। কেকেআর তাঁদের 'রানস টু রুটস' প্রচারের মাধ্যমে পরিবেশ বাঁচাতে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। দলের প্রতিটি রানের জন্য একটি গাছ লাগানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলা এই প্রচারকে কলকাতার বনবিতান বায়োডাইভার্সিটি পার্কে বাস্তব রূপ দিলেন কেকেআরের মালিক-মালকিন জুটি জুহি চাওলা, জয় মেহতারা। সঙ্গী ছিলেন ক্রিকেটার মনীশ পাণ্ডে, বৈভব অরোরা, রহমানউল্লাহ গুরবাজ এবং অনুকূল রায় সহ দলের অন্য সদস্যরা। একটি আনুষ্ঠানিক বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কেকেআর নিজেদের দেওয়া কথা রাখল।

পরিবেশ নিয়ে কেকেআর বরাবরই সচেতন থেকেছে, উদ্যোগ দেখিয়েছে।

২০১৭ সালে 'প্ল্যান্ট এ ৬' দিয়ে শুরু হওয়া এই অভিযান ২০২৪ সালে 'রানস টু রুটস' নামে নতুন নামকরণ করা হয়। আগের মরসুমে ২৬৬৭টি গাছ লাগানো হয়েছিল, এই রান সেবছর কেকেআর করেছিল। এই প্রচেষ্টা কেবল ক্রিকেটে নয়, পরিবেশের প্রতিও ফ্র্যাঞ্চাইজির ইতিবাচক অবদান নিঃসন্দেহে।

কেকেআর সিইও ভেঙ্কি মাইসোর বলেন, ক্ষ্ম'রান্স টু রুটস' উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা এমন একটি উত্তরাধিকার তৈরি করছি যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উপকারী হবে। আমরা আশা করি রান এবং গাছ লাগানো উভয় ক্ষেত্রেই গত বছরের সংখ্যা ছাড়িয়ে যাব। জুহি চাওলাও বলেন, আমি গর্বিত যে কেকেআর খেলার বাইরেও দায়িত্ব নিচ্ছে।

প্রসঙ্গত, রবিবার কলকাতা এই মরশুমের শেষ আইপিএল ম্যাচ খেলতে নামছে। প্রতিপক্ষ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। দুটি দলই প্লে অফে উঠতে পারেনি। লিগ টেবলে কলকাতা ৭ ও হায়দরাবাদ ৮ নম্বরে রয়েছে।

কন্যাশ্রী কাপের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের সামনে শ্রীভূমি

নিজস্ব প্রতিনিধি: কন্যাশ্রী কাপের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের সামনে শ্রীভূমি এফসি। শনিবার ইস্টবেঙ্গল মাঠে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শ্রীভূমি মৌসুমী ও রিম্পার গোলের সৌজন্যে ২-১ গোলে হারাল সুরুচি সংঘকে। সুরুচির একমাত্র গোলটি করেন রোশনি। শুক্রবার সাদার্ন সমিতিকে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**